রাঁচি, রবিবার
24:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>075 >> 07 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৫ >> << ০৭ই, পৌষ ১৪৩০>>

08

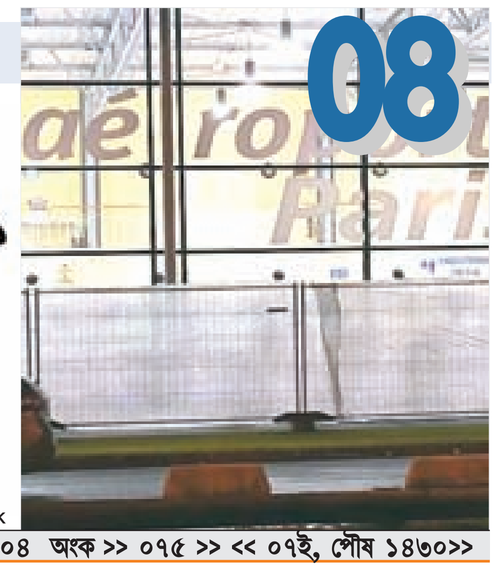

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন সেই জামাল খাসোগির স্ত্রী

নিউ ইয়র্ক : তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের কনস্যুলেটের ভেতরে হত্যার শিকার সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির স্ত্রী হানান এলাতার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন। খাসোগিকে ২০১৮ সালের অক্টোবরে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, খাসোগি হত্যাকাণ্ডের পেছনে সৌদি আরবের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দারাও মনে করছেন, খাসোগি হত্যার পেছনে বিন সালমান জড়িত। হানান এলাতার ২০২০ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেন। হানান জানান, তিনি জীবন সংশয়ে ভুগছেন। নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন। বিবিসির পক্ষ থেকে নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, হানান এলাতারের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গত ২৮ নভেম্বর মঞ্জুর করেছে মার্কিন প্রশাসন। হানান এলাতার বিবিসিকে বলেন, 'আমরা জয়ী হয়েছি। হ্যাঁ, ওরা জামালের জীবন কেড়ে নিয়েছে। আমার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছি।' ২৫ বছরের বেশি সময় হানান এলাতার সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করেছেন। এরপর তিনি মিসরে ছিলেন। খাসোগি হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। জানান, মিসরে ফিরে গেলে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না। হানান এলাতার এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন। চাকরি ছেড়ে এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে বসবাস করছেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানান হানান এলাতারের অ্যাটর্নি রান্দা ফাহমি।

বাজার দর

SENSEX : 71106.96 +241.86
NIFTY : 21349.40 +94.36

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	12.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.09 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.27 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভিক্ষা করতে দেখে ৭ বছর পর ছেলেকে খুঁজে পেলেন মা

রাওয়ালপিন্ডি : বাজারের গলিপথে দল বেঁধে কয়েকজন ভিক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের দিকে চোখ যায় এক ব্যক্তির। ভিক্ষুকদের একজনকে দেখে চেনা মনে হয় তাঁর। পাশে গিয়ে তিনি দেখতে পান চেনা মুখটি তাঁরই বন্ধু মুস্তাকিম খালিদের। সাত বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে আর ফেরেনি। মুস্তাকিমকে ভিক্ষা করতে দেখে ছবি তোলেন তাঁর বন্ধু। এরপর সেই ছবি তিনি পাঠান মুস্তাকিমের মা শাহীন আখতারকে। ছবি দেখে চিনতে পারার পর ছেলের দেখা পেতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মা। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির তাহলি মোহরি চক নামক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ সাত বছর পর মা ও ছেলের দেখা হওয়ার ঘটনায় তাঁরা দুজনই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। শাহীন আখতার জানান, ২০১৬ সালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান মুস্তাকিম। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। অনেক খুঁজেও পাননি। দীর্ঘ সাত বছর পর ছেলেকে খুঁজে পেয়ে তিনি অনেক আনন্দিত। মুস্তাকিম একসময় পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ২০০৬ সালে পুলিশে যোগ দেন তিনি। এর কয়েক বছর পর টাইফয়েড হয়। টাইফয়েড হওয়ার পর থেকে কিছুটা মানসিক সমস্যা দেখা দেয় তাঁর। এ কারণে ছাড়তে হয় চাকরি। এর মধ্যে একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে লাপাত্তা হন তিনি। পুলিশে চাকরি পাওয়ার পর একই বছর বিয়ে করেন মুস্তাকিম খালিদ। এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে তাঁর। বাবাকে ফিরে পাওয়ার পর তাঁরা খুবই খুশি। মুস্তাকিমের মা শাহীন আখতার বলেন, 'আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের মানুষ মুস্তাকিমকে দেখতে ভিড় করছেন। তাঁকে দেখে সবাই খুবই খুশি।' মুস্তাকিমকে দিয়ে জোরপূর্বক ভিক্ষা করানো হতো বলে অভিযোগ তুলেছেন শাহীন আখতার। তিনি বলেন, ভিক্ষা না করলে তাঁর ছেলেকে মারধর ও নির্যাতন করা হতো। এ অভিযোগ তুলে স্থানীয় থানায় একটি মামলা করেছেন তিনি। তাঁর মামলার পর চারজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

প্রতীক বাতিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত : পিটিআই

লাহৌর : পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের (পিটিআই) দলীয় প্রতীক বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন দিয়েছে তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলছে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন দলটি।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) পিটিআইয়ে দলের 'ব্যাট' প্রতীক বাতিল করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিকান্দার সুলতান রাজার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের ইসিপি বেঞ্চ প্রতীক বাতিলের এ সিদ্ধান্তের পাশাপাশি দলটির অভ্যন্তরীণ নির্বাচনকেও বেআইনি ঘোষণা করেছেন।

নির্বাচন কমিশন দলীয় প্রতীক বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাকে ষড়যন্ত্র অভিহিত করে এর নিন্দা জানিয়েছে পিটিআই। দলটির বর্তমান চেয়ারম্যান গহর আলী খান এ অভিযোগ তুলে বলেন, ইসিপির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা।

গহর আলী খান বলেন, নির্বাচন কমিশন নিয়ে শুরু থেকেই তাঁদের উদ্বেগ ছিল। তাঁর অভিযোগ, ইসিপি পিটিআইয়ের সবকিছু যেভাবে নজরদারি করে আর কোনো দলের ক্ষেত্রে তা করে না।

গহর আলী খান আরও বলেন, 'দলের গঠনতন্ত্র ও সংবিধান অনুযায়ী আমরা অভ্যন্তরীণ নির্বাচন করেছি। পিটিআইয়ের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে কোন আইন অথবা সংবিধানের কোন ধারার লঙ্ঘন হয়েছে, সেটা আমাদের জানাতে বলেছি নির্বাচন কমিশনকে।'

পিটিআইয়ের প্রতীক বাতিল করার ইসিপির এ সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যায়িত করে গহর আলী খান বলেন, পিটিআইয়ের কাছ থেকে ব্যাট প্রতীক কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে ইসিপি আগে থেকেই পরিকল্পনা করছিল।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে পিটিআই। তাই নির্বাচন কমিশনের এ সিদ্ধান্তকে দলটির জন্য বড় এক ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদ্রোহসহ একাধিক মামলায় পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান কয়েক মাস ধরে কারাবন্দী। জাতীয় নির্বাচনের আগে তাঁর মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনকে বেআইনি ঘোষণা করায় সম্প্রতি দলীয় প্রধান হিসেবে নির্বাচিত ব্যারিস্টার গহর আলী খান আর পিটিআইয়ের শীর্ষ নেতা থাকছেন না। ইমরান খানের অনুপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশনায় গহর আলী খানকে পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল।

দুটি জরায়ুতে ধারণ করা দুই সন্তানের জন্ম দিলেন সেই মা

ওয়াশিংটন: যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা কেলসি হ্যাচারের দুটি জরায়ু। জন্মগতভাবেই তিনি এমন। এটি বিরল ঘটনা। আরও বিরল ঘটনা হলো, তিনি দুই জরায়ুতে দুটি সন্তান ধারণ করেছেন এবং আলাদা দুই দিনে দুই কন্যাসন্তানের জন্মও দিয়েছেন তিনি। গতকাল শুক্রবার কেলসি নিজেই এ সুখবর জানিয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী কেলসি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউণ্টে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের অলৌকিক শিশুরা জন্ম নিয়েছে।' আগে জন্ম নেওয়া শিশুটির নাম দেওয়া হয়েছে রক্সি লায়লা। গত মঙ্গলবার রাত আটটার কিছু আগে তার জন্ম হয়। এরপর বুধবার সকাল ৬টা ৯ মিনিটের দিকে জন্ম নেয় তার যমজ বোন রেবেল লাকেন।

চিকিৎসকেরা অনুমান করেছিলেন বড়দিনের সময়ে জন্ম নিতে পারে এই যমজ। অন্য তিন ভাইবোনের সঙ্গে বাড়িতে বড়দিনের ছুটি কাটাতে ঠিক সময়মতোই যেন পৌঁছে গেছে তারা। ইতিমধ্যে মা ও মেয়েকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেলসি বলেছেন, ভবিষ্যতে তিনি তাঁর প্রসবকালীন অভিজ্ঞতাগুলো মানুষকে জানাবেন।

কেলসির বয়স যখন ১৭ বছর, তখন থেকে জানতে পারেন, তাঁর শরীরে দুটি জরায়ু আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে 'ইউটেরাস ডিডেলফিস'। এটি একটি বিরল ঘটনা। গত মে মাসে আট সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিয়মিত আলট্রাসাউন্ড করাতে গিয়ে তিন সন্তানের মা কেলসি জানতে পারেন, তাঁর দুই জরায়ুতে দুটি ভ্রূণ আছে। কেলসির চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব অ্যালাবামা অ্যাট বার্মিংহাম'স উইমেন অ্যান্ড ইনফ্যান্টস সেন্টারের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ শ্বেতা প্যাটেল। তাঁর মতে, একই সময়ে দুই জরায়ুতে আলাদা করে সন্তানধারণের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। কেলসি বলেন, বিশেষজ্ঞরা তাঁকে বলেছেন, প্রতি পাঁচ কোটিতে একজন নারীর মধ্যে এ ধরনের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে আরিফা সুলতানা নামের ২০ বছর বয়সী এক নারীর শরীরে দুটি জরায়ু পাওয়া যায়। তিনি ২৬ দিনের ব্যবধানে দুটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

দুর্নীতি ও আন্দোলনের বৃত্তে কাটল ২০২৩

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) : আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি আগেও তোলপাড় হয়েছে। সেই পরম্পরায় জুড়েছে আরো দুর্নীতির অভিযোগ। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয়েছে একের পর এক আন্দোলন। দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল সরকারের সাবেক মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে রয়েছেন। ২০২২-এর জুলাইয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৩ সালে দুর্নীতির ঘটনাক্রমে সবচেয়ে বড় ঘটনা মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারি। রেশন দুর্নীতি মামলায় ২৭ অক্টোবর তাকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বনমন্ত্রীর পদে রয়েছেন। তার আগে খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গণবণ্টনে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ। এ ছাড়া স্কুল ও পুর নিয়োগ, কয়লা ও গরু পাচারের মতো একগুচ্ছ মামলায় এখন তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই, ইডি।

পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে এর তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। অর্থের বিনিময়ে নিযোগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এই সংক্রান্ত মামলায় প্রায় দেড় বছর কারাবন্দি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী পার্থ। ২০২৩ সালেও তিনি জামিন পেলেন না। একই অবস্থা তার আমলের একাধিক শিক্ষা কর্তার। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল দীর্ঘদিন জেলবন্দি। গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত এই দাপুটে নেতা দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন। সেখানেই বন্দি নেতার কন্যাও। চলতি বছরে দুজন বারবার জামিনের আবেদন জানালেও আদালত সাড়া দেয়নি। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেন, তৃণমূল কিছু ভালো কাজ করেছে যা চাপা পড়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগে। কংগ্রেস বা বাম আমলে শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রায় ছিল না। এত দলবদল হত না। এখন পুলিশকেও দলবদলের কাজে লাগানো হচ্ছে। বছরভর পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী বিজেপির মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা দুর্নীতির তদন্তে সক্রিয় হতে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তারা আন্দোলন করছে কেন্দ্রের থেকে বকেয়া আদায়ের দাবিতে। কেন্দ্রীয় বিজেপি পাল্টা বলেছে, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা প্রকল্পের হিসেব দিতে পারেনি রাজ্য সরকার। দুর্নীতির তদন্তে মাথাদের ধরার দাবিতে রাজ্য বিজেপিসহ অন্যান্য বিরোধীরা সরব হয়েছে। যদিও কংগ্রেস ও বামেদের মতে, তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের 'সেটিং' অর্থাৎ গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তত্ত্ব জোরালোভাবে সামনে রেখেছিল তারা। চলতি বছরে 'সেটিং' নিয়ে সুর চড়িয়েছে বাম কংগ্রেস জোট।

শাসক না বিরোধী, কার বেশি ভালো কাটল বছরটা? সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই গত ডিসেম্বরে বিরোধী দলনেতা যে চমকের কথা বলেছিলেন, এই ডিসেম্বরেও তার কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বিজেপির প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য। গত ডিসেম্বরে যে চাকরিরপ্রার্থীরা আন্দোলন করছিলেন, তারা এখনো গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বসে আছেন। সুতরাং আমাদের প্রাপ্তির ঝুলিও শূন্য। চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন২০২৩ সাল স্কুলের চাকরিপ্রার্থীদের সংগ্রাম তীব্র হয়েছে। একদিকে পথে নেমে আন্দোলন। হাজার দিন পেরিয়েছে ধরনা, অবস্থান। সেই ২০১৯-এ যার সূচনা। অন্যদিকে লড়াই চলছে আইনি পথে।

বছরের শেষে শিক্ষা দপ্তর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। 'বঞ্চিতদের' দাবি, রাজ্য পয়লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিযোগ সংক্রান্ত আইনি জট খুলে ফেলবে। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এমন কোনো 'ডেডলাইন'-এর কথা মানতে চাননি। কেন্দ্রের সমান হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়িয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরাকেন্দ্রের সমান হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়িয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা

কেন্দ্রের সমান হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়িয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বছরের শেষে তাদের আন্দোলন পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের সচিবালয় নবান্নর দুয়ারে। চলতি সপ্তাহে চার শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এখনো কেন্দ্রের সঙ্গে ৩৬ শতাংশের ফারাক। আন্দোলনকারীরা সেই বকেয়া ভাতার দাবিতে অনড়। রাজ্যের বক্তব্য, কেন্দ্র তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। এই টাকা না পেলে বকেয়া মেটানো সম্ভব নয়।

প্রত্যাবাসন ▶ **তার একমাত্র অপরাধ ছিল যে সে উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিল**

চীন থেকে নির্বাসিত, উত্তর কোরিয়ায় নির্যাতিত

বেইজিং (এজেন্সী): ২৫ বছর চীনে বসবাসের পর এক উত্তর কোরীয় নারীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর তার আর কোনো সন্ধান মেলেনি। জোর করে ফেরত পাঠানো এমন উত্তর কোরীয়দের ভাগ্যে কী থাকে?

৯ অক্টোবর কিম চিওল ওকে নামের এক নারী উত্তর কোরিয়ায় তাকে ফেরত পাঠানোর আগে বিষয়টি পরিবারকে ফোনে জানাতে পেরেছিলেন।

চিওল ওকেসহ চীনে বসবাসকারী ৫০০ উত্তর কোরিয়ানকে জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন করা হয়েছিল সেদিন। তার বড় বোন কিম কিউ লি থাকেন লন্ডনে। তিনি ১৯৯০ এর দশকের মহাদুর্ভিক্ষের সময় উত্তর কোরিয়া থেকে পালাতে পেরেছিলেন। তবে বোনের জীবনে কী হয়েছে, সেটি নিয়ে তিনি আতঙ্কিত। কিউ লি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, তাকে মারধর করা হচ্ছে।

উত্তর কোরিয়ায় বন্দিরা প্রায়ই অনাহারে এবং অপুষ্টিজনিত অসুস্থতায় মারা যায়। কিউ লি বলেন, তারা ইঁদুর এবং তেলাপোকা খায় এবং এ কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে যখন চিওল ওকে চীনে পৌঁছেছিলেন তখন একজন পাচারকারীর মাধ্যমে ৩০ বছরের বড় এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তাদের মেয়ে চীনা নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

কিন্তু চিওল ওকে কখনই চীনা বসবাসের অনুমতি পাননি। ২৫ বছর ধরে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জিলিন প্রদেশের একটি গ্রামীণ এলাকায় নির্জনে বসবাস করতেন। শুরুতে ক্ষেতে এবং পরে রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন তিনি। কিউ লির জানিয়েছেন চিওল ওকের স্বামী তার সঙ্গে ভাল আচরণই করতেন।

কিন্তুএই বছরের শুরুতে সব বদলে যায়। ২০২৩ সালের এপ্রিলে তাকে চীনা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সম্ভবত চীন ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় তিনি আটক হন।

কিউ লি বলেন, সে কিছুই করেনি। তার একমাত্র অপরাধ ছিল যে সে উত্তর কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিল।

কিউ লি এর পাশাপাশি চিওল ওকে এর আরেক বড় বোন কিম ইউ বিনও এখন লন্ডনে থাকেন। ইংল্যান্ডে পালিয়ে আসার আগে কিম ইউ বিনকে একবার চীন থেকে উত্তর কোরিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল। যে অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহারের শিকার তিনি হয়েছিলেন, সে স্মৃতি তাকে আজও তাড়া করে।

তিনি বলেন, আমার বোনকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখছি। ইউ বিন জানান, তার ভাই উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গিয়েছিল। তার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর বিবরণ পরে জানা গেছে পালাতে সক্ষম হওয়া সহবন্দিদের জবানবন্দিতে।

ইউ বিন বলেন, তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারপর চালের বস্তায় ভরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে। পরিবারের সবচেয়ে বড় ভয় হলো চিওল ওকেও একই রকম পরিণতির মুখোমুখি হতে পারেন।

উত্তর কোরিয়া থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে যাওয়া কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে ডিডাব্লিউ। তাদের প্রত্যেককেই চীন থেকে উত্তর কোরিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তারা জানিয়েছেন আটক অবস্থায় তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছিল। ৫০ বছর বয়সি লি ইয়ং জু দক্ষিণ কোরিয়ায় তার বাড়ি থেকে ভিডিও সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছিল যেন আমাদের অবস্থান পশুর চেয়ে নীচে। জিজ্ঞাসাবাদে তাকে নিয়মিত মারধর করা হতো বলে জানিয়েছেন ইয়ং জু। তিনি বলেন, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেও তারা আমাকে নির্যাতন করার জন্য লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত হতো। আমার মাথা ও মুখসহ সব জায়গাতেই মারধর করা হয়েছিল।

কোরিয়া ফিউচার এক হাজারের বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। সংগঠনটি উত্তর কোরিয়ার শাস্তি ব্যবস্থায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নথিভুক্ত করে। যেসব উত্তর কোরীয়কে দেশ থেকে পালানোর পর আবার ফেরত আনা হয়েছে তাদের একটি নৃশংস জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। তারা কি দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে পালিয়েছিল, নাকি তারা দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করেছিল? দক্ষিণ কোরিয়াকে চিরশত্রু বিবেচনা করায় দ্বিতীয়টিকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে উত্তর কোরিয়া।

ডিডাব্লিউএর তদন্তকারী ইউনিট জানতে পেরেছে, দলত্যাগী কূটনীতিক এবং একসময় যেসব হ্যাকার চীনে ছিল, তাদেরও খুঁজে বের করে পিয়ংইয়ং।

কোরিয়া ফিউচার এর ইয়ু সুইয়ন বলেন, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যেকোনো অপরাধীকেই নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিদিন ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাদের আড়াআড়ি বসে থাকতে বাধ্য করা হয়। নড়াচড়া বা শব্দ করলে ফলে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিত শাস্তি দেয়া হয়।

উত্তর কোরিয়ায় নির্যাতনের একাধিক তথ্য জানা সত্ত্বেও উত্তর কোরীয়দের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন অব্যাহত রেখেছে চীন।

চিওল ওকের পক্ষে জাতিসংঘে একটি পিটিশন দাখিল করেছে ট্রানজিশনাল জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ইথান হিসিওক শিন বলেন, শরণার্থী কনভেনশন এবং প্রোটোকলের পাশাপাশি নির্যাতন কনভেনশন দুটোই মানার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে চীনের। তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এমন মানুষদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারে না।

এই বছরের শুরুর দিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনের কর্মকর্তা পিয়ংইয়ংয়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনকে উত্তর কোরিয়ানদের জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল। সংস্থাটি বলেছিল, এমন ঘটনা তাদের নির্বিচারে আটক, নির্যাতন, জোরপূর্বক গুম এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। কিন্তু বেইজিং এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, বর্তমানে উত্তর কোরিয়ায় নির্যাতন বা তথাকথিত 'ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের' কোনো প্রমাণ নেই। চীন উত্তর কোরিয়ানদের শরণার্থী নয়, বরং অনিয়মিত অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসাবে বিবেচনা করে এবং জেনেভা শরণার্থী কনভেনশন এর অধীনে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিতের বিষয়টি অস্বীকার করে।

ডিডাব্লিউ এ বিষয়ে চীন ও উত্তর কোরিয়া দুই সরকারের কাছেই মন্তব্য জানতে চেয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে বার্লিনে উত্তর কোরিয়ার দূতাবাস একটি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতিতে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং শত্রু শক্তির বিভ্রান্তিকর প্রচার হিসাবে মন্তব্য করেছে।

অশালীন মন্তব্য ও ব্যঙ্গ করার জন্য সহসভাপতি জগদীপ ধনখরের নিন্দা জানিয়ে সমাবেশ করেছে বিজেপি

শিলিগুড়ি : উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধানকর কে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করলো বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে এই ধিক্কার মিছিল শুরু করা হয়। মিছিলিটি শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে আবার হাতমিচকে এসে শেষ হয়। এদিন মিছিল থেকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার নির্মাণে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অভিযোগ, কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা

কলকাতা : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা তৈরি কে ঘিরে নিম্ন মনের সরঞ্জাম ব্যবহারের অভিযোগ উঠল কুলপি বিধানসভার করঞ্জলী এলাকায়। সেই কারণে গ্রামবাসীরা বন্ধ করে দিল রাস্তার পিচ দেওয়ার কাজ। করঞ্জলি গ্রাম পঞ্চায়েতে দামোদরপুর থেকে ট্যাংরার চর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় ছিল। নতুনকরে পিচ দিয়ে নির্মাণের জন্য টেন্ডার হয়।সেই মতো কাজ চলছিল।কিন্তু অভিযোগ রাস্তার পিচ দেওয়ার পরেই উঠে যাচ্ছে ।তাই স্থানীয় বাসিন্দারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

অযোধ্যার রামমন্দিরে দেখা যাবে দত্তপুকুরের শিল্পীর হাতের তৈরি এই নিদর্শন

দিঘা : রামের মূর্তি তৈরি করেছেন জামালউদ্দিন, অযোধ্যার রামমন্দিরে দেখা যাবে দত্তপুকুরের শিল্পীর হাতের তৈরি এই নিদর্শন।দত্তপুকুরের দিঘার মোড় এলাকার বাসিন্দা জামালউদ্দিন।বাড়ির সামনেই কারখানা। তাঁদের তৈরি মূর্তি দু'টির মধ্যে একটি পাড়ি দিয়েছে বছরখানেক আগে। অন্যটি মাস আটেক আগে।আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে। রাম মন্দিরে বসতে চলেছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের মৃৎশিল্পী মহম্মদ জামালউদ্দিনের তৈরি দু'টি ফাইবারের রামের মূর্তি ও।জামালের কথায়,''আমার তৈরি রামের মূর্তি অযোধ্যার মন্দিরে স্থাপন হবে।এটা আমার কাছে বড় পাওনা।একজন শিল্পীর কোন জাতধর্ম হয়না। বছর খানেক আগে উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তি জামালকে রামের মূর্তি বানানোর কথা বলেন।সেই মতই কারিগরদের সহযোগিতায় দু'টি মূর্তি বানান জামালউদ্দিন।

কাকদ্বীপে সম্পত্তি জেরে দাদার হাতে ভাই খুন পরে থানায় আত্মসমর্পণ দাদার

কাকদ্বীপ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে কালিনগর এলাকায় দাদার হাতে খুন হল ভাই সম্পত্তি জেরে এই ফোন বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের মৃতের নাম মোহনলাল দাস, আত্মসমর্পণকারী দাদা হলেন মতিলাল দাস। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘদিন সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল গতকাল রাতে দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার গন্ডগোল শুরু হয়। বড় ভাই মতিলাল দাস বিতর্ক চলাকালীন ইট দিয়ে ছোট ভাই মোহন লাল দাসের মাথায় আঘাত করে। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন মোহনলাল দাস কে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন অভিযুক্ত তারপরে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে এলাকায় চরম উত্তেজনা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। মৃতদেহকে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা প্রস্তুতি চলছে

বীরভূম : ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। নানান টালবাহানার পর পূর্বপল্লী মাঠে পৌষ মেলার আযোজন। গত তিন বছর এই মাঠেই মেলা হয়নি কারণ প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেলা বন্ধ রেখেছিলেন এই মাঠে। তাই এবার সবার প্রচেষ্টায় তিন বছর পর ফিরে এসেছে পূর্বপল্লী মাঠে মেলা এই মেলাকে ঘিরে বোলপুর শহর জেলা ,রাজ্য এমনকি দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ছুটে আসেন এই মেলা দেখার জন্য। আশা করা যাচ্ছে এবার মেলায় বিপুল সংখ্যক মানুষের জনসমাগম হবে তাই জেলা প্রশাসনের তরফ হইতে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যাতে পর্যটকদের কোনরকম অসুবিধায় না পড়েন। ইতিমধ্যে মেলায় পরিকাঠামো কাজ শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান তৈরি করতে ব্যস্ত। দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা ভিড় করছেন এই মেলায় দোকান করার জন্য। সকলেই যাহাতে মেলায় দোকানদাররা জায়গা পায়, তা সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মেলা কমিটি। তার মধ্যে ত্রুটি বিচুক্তি থেকেই যাচ্ছে বিভিন্ন অভিযোগও আসছে তা সত্ত্বেও মেলার প্রস্তুতিপর্ব তুঙ্গে।

বিউটি পার্লারের মালকিন এবং কর্মীদের কুপ্রস্তাব দেওয়া ও উত্তপ্ত করা সহ অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে, অভিযুক্তকে ধরে গণধোলাইয়ের ছবি ভাইরাল

বাগদা : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার এক বিউটি পার্লারের ব্যানার থেকে ফোন নম্বর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পার্লারের মালকিন ও তার কর্মচারীদের উত্তপ্ত করা এবং বিভিন্ন ভাবে কুপ্রস্তাব দেওয়া, অপহরণ , নারী পাচারের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম মিঠুন বালা। তার মা মাধুরি বালা সিন্দ্রনী গ্রামপঞ্চায়েতের মাগুরকোনা গ্রামের তৃণমূলের সদস্যা।

জানাগিয়েছে, মঙ্গলবার আষাঢু. বাজার থেকে পার্লারের দোকান বন্ধ করে পাশে একটা কাজে যাচ্ছিলেন পার্লারের মালকিন বছর ৩৮ এর মহিলা। অভিযোগ সেই সময় বাজারের কাছে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশ থেকে তাকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মিঠুন। মহিলা চিৎকার করলে তাকে মারধোরও করে বলে অভিযোগ। মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে মিঠুনকে ধরে মারধোর করে। সেই মারধোরের মুহূর্তের ভিডিও এখন ভাইরাল। পরবর্তীতে মিঠুনের নামে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ । যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সর্বৈভ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত মিঠুন বালা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । আমি কথা বলতে গেলে আমাকে আচমকা মারধর শুরু করে । আমার বিরুদ্ধে পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । আমার মা যেহেতু তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা সেই কারণেই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে ।

এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যা মাধুরী বালা।এই বিষয়ে মাধুরী বালা বলেন, রাজনৈতিক কারণে পুরোপুরি মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । পুলিশ তদন্ত করে দেখুক আমার ছেলে দোষী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

সান্টাদাদুকে খোলা চিঠি

ডিয়ার সান্টাদাদু,

প্রথমেই আমার প্রণাম নিও। তুমি কেমন আছো গো? শরীর ঠিকঠাক আছে তো? সান্টাদাদু এইবার তোমার কাছে একটু অন্যরকম কিছু চাইবো গো। দিতে হবে কিন্তু। প্রত্যেকবারই কিছুনা কিছু চাই, কিন্তু পাই না। মন খারাপ থাকে অনেকদিন ধরে। তাই এবার আমাকে নিরাশ করোনা সান্টাদাদু। এইবার আমাকে ভাবনাচর্চার জন্য কিছু বুদ্ধি দিও গো। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক যাচাই করার ক্ষমতা দিও। মনের অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা দূর করার জন্য সঠিক জ্ঞান দিও। ভাবনাচর্চা করার জন্য বিশ্লেষণী যুক্তি দিও। জানো সান্টাদাদু, নিত্য কাজের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় দিচ্ছি আজকাল। কী করছি জানো? শুধু শেয়ার আর শেয়ার করছি। আর কী শেয়ার করছি শুনলে তুমি শুধু হাসবে! বেশিরভাগই নিজের ছবি শেয়ার করছি গো। সেলফি শব্দটি তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো? সকাল বিকাল সেলফি বা নিজস্বী তুলছি আর সামাজিক মাধ্যমে দিচ্ছি। কত্ত কত্ত লাইক পাচ্ছি, কত্ত কত্ত কমেন্ট আর শেয়ার করছে বন্ধুরা। জানো সান্টাদাদু, নিজেকেই তখন সেলিব্রিটি মনে হয়! তাছাড়া নায়ক, নায়িকা সহ বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের ছবি, খবর শেয়ার করছি, প্রচুর জোকস শেয়ার করছি। প্রচুরস লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার পাচ্ছি। আর কিছু ইনফো শেয়ার করছি। এগুলোতে খুব একটা লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার না পেলেও একটা স্ট্যান্ডার্ড কিছু শেয়ার করছি এই ভাবটা মনে চলে আসে। তাই অল্প হলেও এগুলো দিই। এইসব নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকি আমি!

কিন্তু দিনের শেষে মনে শান্তি নিয়ে রাতে ঘুমুতে পারিনা গো সান্টাদাদু! ঘুমোবার আগে ভাবি সারাদিন নিজের সৃষ্টি কী দিলাম? সবই তো অন্যের সৃষ্টি। আমি তো শুধুমাত্র শেয়ার করছি। তাতে আমার ক্রেডিট কোথায়? তাছাড়া অনেক ইনফো যে শেয়ার করছি সেগুলো সত্য নাকি মিথ্যা যাচাই করছি না তো। কোনো কিছু ভাবনাচিন্তা না করেই যা পাচ্ছি শেয়ার করে যাচ্ছি। বুঝতেও পারছি না কিভাবে যাচাই করতে হবে। ভাবনাচিন্তা কিভাবে করতে হবে বা কিভাবে করতে হয়, সেটাও জানিনা, বুঝিনা গো! তাই দিনের শেষে বড্ড ভেঙ্গে পড়ি গো সান্টাদাদু। নিজেকে একটা সময় খুব বোকা মনে হয়।

তাই সান্টাদাদু এইবার তুমি আমাকে নতুন জীবন দিও। আমাকে ভাবনাচর্চা করার বুদ্ধি দিও। যুক্তি নির্ভর চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা দিও। নিজস্ব সৃষ্টি করার দক্ষতা দিও। তোমার কাছে এবারের চাওয়া এটাই গো। তুমি দেবে তো সান্টাদাদু? ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর এইবার আমার সাথে দেখা করো অবশ্যই।

তোমার আদরের নাতি,
রাজা দেবরায়

রাজা দেবরায়
প্যারীবাবুর বাগান, জয়নগর, পো আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা, পিন ৭৯৯০০১

কালোবাজারি রুখতে বোলপুরে হানা বীরভূম

বোলপুর : হাট তলায় বুধবার সবজি বাজারে বিশেষ দল এসে সবজি বাজারে হানা দেন এবং তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবিস্তারে খোঁজ খবর নেন বাজারদর নিয়ে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বাজারদর নিয়ে। ডিস্ট্রিক্ট ইনপোর্সমেঃট ব্রাঞ্চের পুলিশ আধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে বস্তিতে অগ্নিকান্ড

হাওড়াঃ হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে বস্তিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা।পরিদর্শনে এলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।কথা বলেন বস্তিবাসীদের সাথে।গত পরশু দুপুর সন্ধ্যায় বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় সর্বহারা বস্তি।মন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এখানে ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবার পিছু পনেরো হাজার টাকা দেওয়া হবে।

নবান্নতে সরাসরি চলে আসেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা. গতকালের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট জমা নবান্নতে। বুধবার নবান্নতে সরাসরি চলে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। কয়েকজন পুলিশ কর্মীর গাফিলতি রিপোর্টে উল্লেখ। এরপর আজ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে নবান্ন কে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রবেশদ্বারে কলকাতা পুলিশের একাধিক সার্জেন্ট। অন্যান্য গেটে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আগে থেকে এন্ট্রি না থাকলে গাড়ি নবান্নতে ঢুকবে না।কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র সচিব কে রিপোর্ট।

চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন তাদের দাবি ২০১৪ এর সিট ২০২৩ অব্দি পূর্ণ হল না

কলকাতা : আজ হাজরা মরে মাদ্রাসা চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন তাদের দাবি ২০১৪ এর সিট ২০২৩ অব্দি পূর্ণ হল না কেন মাদ্রাসা মন্ত্রী জবাব দাও। এবং আমরা বঞ্চিত বহুদিন ধরে আমাদের অবিলম্বে স্বচ্ছ নিযগে দিতে হবে। আমরা ২০১৪ সাল দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু কোন নিযগে হয়নি আমাদের তার জন্যই আজ আমাদের কলকাতার রাজপথে নামতে হয়েছে তাদের সাথে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় আছে কিন্তু তবুও তাদের নিযগে করা হচ্ছে না এবং এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি চলছে এবং মাদ্রাসা মন্ত্রী তার হস্তক্ষেপ চাইছে আমরা টেট পাশ চাকরিপ্রার্থী মাদ্রাসা কমিশনে এখনো বঞ্চিত ইতিমধ্যে আমাদের অনেকজনেরই বয়স বেরিয়ে গেছে চাকরির

দোকানের ভেতরের থাকা সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন

কলকাতা : কেষ্টপুর রবীন্দ্র পল্লী বাজারে খাবার এর দোকানে আগুন। দোকানের ভেতরের থাকা সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন লেগেছে বলে অনুমান। ৫-৬ জন আহত। দুজন গুরুত্বর আহত। আহতদের মধ্যে দোকানদার সহ পথচারীরা রয়েছে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছে ঘটনাস্থলে। আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

অবৈধ কল সেন্টারে পুলিশের অভিযান। গ্রেফতার ৮, চাঞ্চল্য রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ : ভাড়া বাড়িতে রমরমিয়ে চলছিলো অবৈধ কল সেন্টার। সেখানে যখন তখন আসছিলো অপরিচিত ছেলে মেয়েরা। যুবক যুবতীদের সন্দেহজনক আচরন ভালো লাগেনি বাড়ির মালকিনের। তিনিই খবর দেন পুলিশকে। অভিযোগ পেয়ে স্টেশন কলোনী এলাকায় অভিযানে নামে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বে আইনি কল সেন্টার পরিচালনার অভিযোগে বাড়ির মালিক সহ মোট আটজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমানে মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে ৫ জন মহিলা এবং ৩ জন পুরুষ। বুধবার দুপুরে ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। একইসাথে ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। বাড়ির মালকিন বর্না দে বলেন ডিজিটাল মার্কেটিং করবে বলে সপ্তাহ দুয়েক আগে আমার বাড়ি ভাড়া নেয়। ভাড়া নেওয়ার পর থেকে দেখতাম গাড়ি করে যুবক যুবতীরা আসতো। কিছুক্ষন পরে আবার চলে যেতো।ঘরের দড়জা জানালা সারাক্ষন বন্দ রাখতো। বিষয়টি আমার সন্দেহ লাগায় আমি নিজেই থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাই। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশ আসে। আমাদের কিছু না জানিয়ে অভিযান চালায়। পুলিশ কিন্তু আমার স্বামীকেও গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার কি অপরাধ আমি বুঝতে পারলাম না। রাতে পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। বন্দ করে দেওয়া হয় বেলাকোবা স্টেশন কলোনীর অবৈধ কল সেঃটারটি। অভিযানে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ফোর হুইলার, বেশ কিছু মোবাইল ফোন এবং সিমকার্ড। বুধবার আদালতে তোলা হবে।

পার্থর জেল যাত্রার আগামী লোকসভা নির্বাচনে এর কোনও প্রভাব পড়বেনা - সৌমেন রায়

জলপাইগুড়ি : পার্থর জেল যাত্রার পরেও সারা বাংলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রয়েছে শিক্ষক সমাজ। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে এর কোনও প্রভাব পড়বেনা শিক্ষক সংগঠনের অন্দরে।আমাদের সংগঠনের শিক্ষকেরা মমতা বঃেদাপাধ্যায় ও অভিষেক বঃেদাপাধ্যায়কে সামনে রেখে আসন্ন লোকসভা ভোটে সবাই মিলে একসাথে বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করবে।জলপাইগুড়িতে এসে এইকথা জানিয়ে গেলেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক তথা তৃনমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি সৌমেন রায়।

গতকাল জলপাইগুড়িতে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে তৃনমূল শিক্ষক নেতা গুঞ্জন সরকারের। এই খবর পেয়ে আজ তার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কালিয়াগঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি ছুটে আসেন সৌমেন রায়। তাকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এহেন আকস্মিক ঘটনায় তিনিও সমব্যথী বলে জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন এই পরিবারের জন্য তিনি ব্যাক্তিগত ও সংগঠন গত ভাবে সমস্ত রকম সাহায্য করবেন।

মালদার মালতীপুরে তৃণমূলের ব্লক সম্মেলন থেকে এর বিরোধীদের হুঁশিয়ার মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি এবং মালতি পুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির

মালদা মালদার মালতীপুরে তৃণমূলের ব্লক সম্মেলন থেকে এর বিরোধীদের হুঁশিয়ার। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি এবং মালতি পুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির। তিনি বলেন,আমরা শোলে বই দেখেছি।শোলে বইয়ে একজন গাব্বর সিং ছিলেন। আমাদের দেশে একজন গাব্বর সিং আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ওই দিল্লি থেকে বলছেন তার ভয়ে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা লোক।গাব্বর সিং এর ভয়ে লোক মা বলতো সোজা বাচ্চা না তো গাব্বর সিং আ জায়েগা।আমাদের রাজ্যের লোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুংকার বিভিন্ন ধরনের সিবিআই, ইডি, পুলিশ নির্যাতন,মিলিটারি শাসনের ভয়ে কারণ দিল্লিতে গাব্বর সিং বসে আছে। ওহে গাব্বর সিং জেনে রাখ যেভাবে শোলে বইয়ে গাব্বর সিংকে মাটিতে ফেলে ফেলে মারা হয়েছিল জনসাধারণ মেরেছিলেন। এবারও সেই দিল্লি থেকে গাব্বর সিং কে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শোলে বইয়ের গাব্বর সিং এর মত অবস্থা করবে জেনে রাখুন।আমরা তৈরি আছি লড়াইয়ের ময়দানে।

এই মিছিল দেখে আমি বুক চিতিয়ে বলতে পারি ওহে দম্ভের কংগ্রেস আজকের এই মিছিল থেকে বলতে পারি ওহে বন্ধু সিপিএম তোমার জানা থাকতে পারে চক্রান্ত করছো। মালতি পুরের মাটিতে এসে গুলি দিয়ে লোককে খুন করে তৃণমূলের কন্ঠ রোধ করবা।দেখে নাও এই মহা মিছিল এবার সাবধান থাকো। তৃণমূল কংগ্রেস হাতে বালা পড়ে নাই।তৃণমূল কংগ্রেস যদি অর্ডার দেয় মমতা ব্যানার্জি তাহলে চাঁচল দুই নম্বর ব্লকের মাটি থেকে একটাও সিপিএম কংগ্রেস খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে লড়াই চলবে শুধু বলে রাখি যে সি পি এম বন্ধু যারা ১০০ দিনের টাকার কথা বলেন না, বলে রাখি যে কংগ্রেস বন্ধু ১০০ দিনের টাকার কথা বলেন না, যে বিজেপিরা ১০ জন পুলিশ নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায় সংসদ, যে বিজেপির বিধায়করা ১০ জন পুলিশ নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে কি করতে হবে ঠিক করুন। একশো দিনের টাকা দেন না হলে তাদেরকে কি করতে হবে বেঁধে রাখার পরিকল্পনা করুন। যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তারা কোন কাজ না করে মানুষকে ঠকার জন্য গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। তারা মানুষের কথা না বলে তারা মানুষকে মিথ্যা কথা বলার জন্য গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। তারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আবেদন করছি।

আমরা চাইবো এখানে বিজেপির দুটো ভাই আছে। যারা বিজেপির দালালি করে। একজন সিপিএম আর একজন কংগ্রেস আয়। বিজেপির দুই ভাই সিপিএম এবং কংগ্রেস আই। যাদেরকে কখনো এলাকায় দেখা যায় না যে দালাল সিপিএম এবং কংগ্রেস এলাকায় বিজেপিকে মদত দিচ্ছে সহযোগিতা করতে। তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

জমি বিক্রির নামে ৮৫ লাখ টাকা প্রতারণা, গ্রেফতার ব্যক্তিকে ১৪ দিনের রিমান্ডে

শিলিগুড়ি : ভুয়ো কাগজ দেখিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে অগ্রিম ৮৫ লক্ষ টাকা নিয়ে জমি বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার পুলিশ।ধৃতের নাম সন্দীপ কুমার গুপ্তা। সূত্রের খবর, ঝিলমিল প্রাইভেট লিমিটেড এর বেলা আগরওয়াল খালপাড়ার ব্যবসায়ী সন্দীপ কুমার গুপ্তা ও পঙ্কজ কুমার গুপ্তা এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে একটি জমি কেনার বিষয়ে কথা বলেন।অভিযোগ,সন্দীপ ও পঙ্কজ এই দুই ভাই ওই জমিটিকে নিজেদের বলে ৮৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম নেন এবং জমির ভুয়ো কাগজ দেন।কিন্তু এরপর বেলা আগরওয়াল জমির কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেন যে সেগুলি আসলে ভুয়ো।এরপরই গত ২৯ আগস্ট এই বিষয়ে এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পঙ্কজ কুমার গুপ্তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।যদিও পরবর্তীতে জামিন পান পঙ্কজ কুমার গুপ্তা।তবে সন্দীপ কুমার গুপ্তা এতোদিন পলাতক ছিলেন।অবশেষে গত ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এনজেপি থানা অন্তর্গত এলাকা থেকে সন্দীপ কুমার গুপ্তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।বুধবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন বাতিল করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

আজকের দিনটি

মেষ : পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ : প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন : ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক : মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ : মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক : লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা : সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু : নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর : পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ : স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন : ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আমাদের ইট মারেন তাহলে বিজেপি থেকে পাল্টা পাটকেল খাবেন, তৃণমুলকে হুঁশিয়ারী অগ্নিমিত্রা পালের

মালদা ঃমমতা বন্দোপাধ্যায় প্যাথলজিক্যাল লায়ার। আমাদের ইট মারেন তাহলে বিজেপি থেকে পাল্টা পাটকেল খাবেন। সতর্ক করে রাখলাম আপনাদেরকে।মালদহের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তৃণমুলকে হুঁশিয়ারী বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের। বুধবার মালদার তৃণমুলের বঞ্চনার প্রতিবাদে যুবমোর্চার মিছিল শুরু হয় বিজেপি কার্যালয় থেকে। মিছিলের পা মেলান অগ্নিমিত্রা পাল্ ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ সহ উত্তর ও দক্ষিন মালদহেরবিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নি মিত্রা পাল বলেন,আজ শুনলাম রহিম বকশী মহাশয় বলছেন ওই শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় যদি মালদায় আসেন তাহলে নাকি তাকে শনাক শনাক দেবে তোর রহিম বক্সি একটু কান খুলে শুনে নিন। রহিম বকশী আপনি তো বিধানসভার মধ্যে মুখ খুলতে কোনদিন দেখিনি।চুপ করে ভালো মানুষটির মতো বসে থাকেন। মালদার জন্য তো একটাও প্রশ্ন করতে দেখিনি। আজকে আপনাকে শুনিয়ে রাখি, আপনি জেনে রাখুন। আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানুয়ারি মাসে মালদাতে আসছেন। আপনি কত শনাক শনাক করে দেবেন দেখব। তৃণমূলের নেতারা ওই উদয়ন বাবু বলেন নাকি গোঁফ ছিঁড়ে দেব। একজন বলেন গোঁপ ছিঁড়ে দেব আপনাদের রহিম দাদা বলে দাগ ছিড়ে দেবে, আপনাদের ওই গৌতম দেব তিনি বলেন জিভ টেনে নেবে।
আপনাদেরও একটা কথা বলে রাখি তৃণমূলের যত নেতা মন্ত্রী আছেন আপনাদের এই ইংরেজবাজার মিউনিসিপালিটি কোথায় কি দুর্নীতি হয়েছে সব ওই লাল খাতা আর নীল ডায়েরিতে লেখা হচ্ছে। সময় মত সব খোলা হবে। আর এই পুলিশদের ও সতর্ক করে রাখি। এই যে আপনাদের পুলিশ চাকা ঘুরছে চাক ঘুরছে। খুব শীঘ্রই সারা পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটবে। তৃণমূল যদি মনে করে আমাদের ভয় দেখিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের কেস দিয়ে, বাড়ি ভেঙে , লুট করে মহিলাদের উপর অত্যাচার করে আপনারা পার পেয়ে যাবেন তাহলে ভুল ভাবছেন। যদি আমাদের ইট মারেন তাহলে বিজেপি থেকে পাল্টা পাটকেল খাবেন। সতর্ক করে রাখলাম আপনাদেরকে। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। তিন মাস বাকি চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে হবে। লড়াই হবে তো চোখের চোখ রেখে লড়াই হবে। মালদার ইংরেজ বাজারের পথসভা থেকে এমনই মন্তব্য করেন আসানসোলের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

আজকে আমাদের রাজ্যের মমতা দিদি বলেছিলেন কেন্দ্রের টাকা চায় না ১০০ দিনের কাজের টাকা চায় না।আমাদের সাংসদ অভিষেক বাবু বলেছেন আমাদের দরকার নেই আর আজকে সকাল সকাল চলে গেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করতে চলে গেছে।মমতাদি কি ভেবেছেন বলুন তো সরকার আপনার, নেতা , মন্ত্রি আপনার চুরি করবে ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা টাকা চুরি ,বাথরুমের টাকা চুরি, তারপরে বাংলার মানুষকে মমতা বংঃদ্যাপাধ্যায় ভুল বুঝাতে চাইছে । কারো হাতে তো আর মাত্র এক তিন মাস বাকি।পুলিশ আজকে পুলিশের কাজ করতে ভুলে গেছে পুলিশ এখন দিদির জন্য কালেকশন করে।আজকে এই মালদার এক সময় সিল্ক,রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজকে সেই মালদা থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা একটি ট্রেন ছাড়ে ফারাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রচুর ছেলে আছে কাজ করতে যাচ্ছে।
আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন মিথ্যাবাদী তিনি একজন প্যাথলজিক্যাল লয়ার। আজকে রাজ্যে চাকরি নেই।আজকে আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়ে পাস করে চাকরির উপযুক্ত তাও চাকরি পাচ্ছে না ধরনাই বসেছে তারা। তাদের একটাই দোষ তারা ঘুষ দিতে পারেনি তাই তাদের চাকরি হচ্ছে না। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ক্ষমতা থাকলে পাটকেল মেরে দেখা ক। মালদা থেকে বিজেপিকে মালদা ছাড়া করে দেবো।

জমিতে আল বাধাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের জেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত গোটা বাড়ি

মালদা ঃ জমিতে আল বাধাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত গোটা বাড়ি। বাড়িতে থাকার পাঁচটা ছাগল এবং দুটি সাইকেল পুড়ে যায়। পাশাপাশি ওই ঘরে যতগুলো আসবাবপত্র ছিল সবকিছু পুড়ে ভস্মিভূত হয়। কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান বাড়ির গৃহিনীসহ তিন সন্তান। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের খেজুরবনা এলাকার ঘটনা।অভিযোগ অজিত মন্ডলের(৪০) বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে সুবল মন্ডলের ছেলে উত্তম মন্ডল(৩০),উদয় মন্ডলের ছেলে নিপেন মন্ডল এবং অনাদি মন্ডলের ছেলে গৌরাঙ্গ মন্ডল।জমিতে আল কে কেন্দ্র করে বিবাদ হয়েছিল দুই পক্ষের মধ্যে। সেই আক্রোশে অজিত মন্ডলের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।আগুন লাগানোর ফলে পাঁচটি ছাগল দুটি সাইকেল এবং গোটা বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত। বাড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান অজিত মন্ডলের বউ সাধনা মন্ডল(৩৫) এবং দুই মেয়ে ও এক ছেলে। অজিত মন্ডলের বাড়ির দুই পার্শ্ববর্তী বাড়ি তো ও আগুন লাগে সামান্য। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও পুরো বাড়ি পুড়ে ভশ্মীভূত হয়। তবে পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলো বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এই ঘটনায় মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানা গেছে।

ফ্লাইওভার তৈরীর দাবীতে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির

শিলিগুড়ি ঃ এনজেপি স্টেশন লাগোয়া ঠাকুরনগর রেলগেটে যানজট এড়াতে ফ্লাইওভার তৈরীর দাবীতে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ। নেতৃত্বে স্থানীয় বিধায়িকা শিখা চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির দাবী, কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও এনওসি দিচ্ছে না রাজ্য। ফলে কাজ শুরু হচ্ছে না। দূর্ভোগ বাড়ছে নিত্য যাত্রীদের।

অটোচালকদের অবরোধ

নদীয়া ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ ঘাট বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের দুই শ্রমিক সংগঠনের রুট সমস্যার কারণে অটোচালকদের অবরোধ। সকাল দশটা থেকে অবরোধের ফলে বন্ধ হয়ে যায় বাস চলাচল এবং অটো পরিসেবা। ফলে দুর্ভোগে পরে সাধারণ নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীরা। বেলা ১ পর্যন্ত তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন নবদ্বীপ ঘাট আইএনটিটিইউসি অটো ইউনিয়নের এই অবরোধের ফলে ছুটে আসে নবদ্বীপ পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় ব্লক আধিকারিকেরা। দুই পক্ষের আলোচনার পর অবশেষে বেলা দুটো নাগাদ অবরোধ ওঠে। অবরোধকারী অটো চালকদের দাবী একই সংগঠনের হলেও তাদের লাইনে অটো চালাতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট সাংগঠনিক দুই শ্রমিক সংগঠনের এই সমস্যার কারণে দুর্ভোগে পড়তে হলো সাধারণ মানুষকে।

সাগরদীঘির বিধায়কের বাড়িতে হানা আয়কর দপ্তরের

মুর্শিদাবাদ ঃ বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি কেন্দ্রের বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত জানা গেছে এদিন সকালে সাগরদিঘির বিধায়ক আয়রণ বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সাগরদিঘির বিধায়ক এর বাড়িতে হানা দিয়েছে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে আরো জানা গেছে বায়রন বিশ্বাসের বাংলো,হাসপাতাল, আরো বেশ কিছু জায়গায় হানা দেয় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা।

এ বি এল এর জঙ্গলে বারে বারে ধর্ষণের ঘটনা

দুর্গাপুর ঃ নিউ টাউনশিপ থানার এ বি এল এর জঙ্গলে বারে বারে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে এই অভিযোগ তুলে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার সামনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে নামল বিজেপি। রাস্তায় বসে পড়লেন খোদ বিজেপি বিধায়কও। কেন আইনশৃংখলার অবনতি ঘটছে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে সেই প্রশ্ন তুলে অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করে দেয় তারা। বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই বলেন রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। দিকে দিকে নারী নির্যাতন ঘটছে। দুর্গাপুরের জঙ্গলেও বারে বারে একই ঘটনা ঘটছে। সুরক্ষিত নয় দুর্গাপুরের মহিলারাও। তারই প্রতিবাদে তাদের এই আন্দোলন। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সাথে চলে বচসা।

ভিন রাজ্যের মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে বাড়ি ফেরালো দুর্গাপুরের দুই স্বেচ্ছাসেবী

দুর্গাপুর ঃ আবার মানবিকতার নজির দেখল শহর দুর্গাপুর। দু'বছর আগে হারিয়ে যাওয়ার ভিন রাজ্যের মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে বাড়ি ফেরালো দুর্গাপুরের দুই স্বেচ্ছাসেবী কর্মী। বুধবার পুলিশি সহায়তায় মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে এক ব্যক্তিকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির গড়লেন দুর্গাপুরের সৌরভ আইচ ও অবন্তিকা শ্যাম রায়চৌধুরী। প্রসঙ্গত দুর্গাপুরের এনটিপিএস থানার অন্তর্গত মডার্ন হাইস্কুলের সামনে ১৭ ডিসেম্বর শীতের বিকেলে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরেকে ঘুরতে দেখেন সমাজকর্মী সৌরভ আইচ। তৎক্ষণাৎ তাকে তড়িঘড়ি করে শীতের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন তিনি। পাশাপাশি খবর দেন আরেক বিশিষ্ট সমাজসেবী অবন্তিকা শ্যাম রায় চৌধুরীকে। খবর দেয়া হয় স্থানীয় থানায়। অবশেষে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় ওই ভবঘুরের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলা এলাকায়।
দুই সমাজসেবকের প্রচেষ্টায় ও পুলিশি সহায়তায় উত্তরপ্রদেশে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বুধবার পরিবারের সদস্যরা ওই ভবঘুরে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ফেরত নিতে আসেন দুর্গাপুরে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের দাদা জানান তার ভাই প্রায় দু বছর ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি তারা, অবশেষে আশা ছেড়ে দেন। কিন্তু দুর্গাপুরের দুই সমাজ কর্মীর প্রচেষ্টায় তার ভাইকে ফিরে পেয়ে যথেষ্ট খুশি তারা।

'রিল' বানাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন যুবকের

মুর্শিদাবাদঃ একটি জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার জন্য 'রিল' বানাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন যুবকের ।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ফিডার ক্যানেলের উপর আহিরণ ব্রিজে। ট্রেনে ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুই যুবক। আশংকাজনক তাদেরকে। রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ আহিরণ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে কয়েক জন ছাত্র একটি জনপ্রিয় সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য 'রিল' তৈরী করছিল। সেই সময়ে জঙ্গিপুর থেকে ফারাক্কাগামী একটি ট্রেন হঠাৎই চলে আসে। ট্রেনটি দ্রুত গতিতে ব্রিজের ওপর চলে আসায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ওই যুবকরা ব্রিজ থেকে সরে যাওয়ার সময় পায়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে রেল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ব্রিজটি সংস্কার করে রং করার পর নিয়মিত কিছু যুবক যুবতী ওই ব্রিজের উপর 'রিল' তৈরির জন্য আসেন। বুধবার দুপুরে তেমনি পাঁচজন যুবক রেল ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে 'রিল' করছিলো। স্থানীয় সূত্রে হানা গেছে ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে আমাউন শেখ, রফিক শেখ এবং সামিউল শেখ নামে তিন যুবকের। মৃত তিন যুবকের বাড়ি সুতির ইংলিশ সাহাপাড়াতে। পুলিশ হতে জানা গেছে মৃত তিন যুবকের বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছর। আহত এবং মৃত যুবকরা পরস্পরের বন্ধু ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।
জঙ্গিপুর পুলিস জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন,' ঘটনাটি রেল পুলিশের এলাকাতে হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি ট্রেনের ধাক্কায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন আহত হয়েছে।'

বাইরন বিশ্বাসের বাড়ি ও হাসপাতালে হানা কেন্দ্রীয় সংস্থার হানা

সাগরদীঘি ঃ সাগরদীঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের সামশেরগঞ্জে অবস্থিত বাড়ি এবং গোডাউন, ও হাসপাতালে হঠাৎ হানা কেন্দ্রীয় সংস্থার। বুধবার সকালে বেশকিছু গাড়ি বহর এসে পৌঁছায় বাযইরন বিশ্বাসের বাড়িতে। নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয় বাইরন বিশ্বাসের বাড়ি। তারপরই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। যদিও ইডি না আয়কর দপ্তরের হানা। তা এখনো স্পষ্ট নয়।

প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে ইনসাফ যাত্রা পৌছলো বারাসাত

বারাসাত ঃ গভীর রাত ও প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে ইনসাফ যাত্রা পৌছলো বারাসাতে। মিছিলে পা মেলালেন হাজার হাজার যুবক যুবতী ও বামপন্থী কর্মী সমর্থকরা। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বারাসাত হেলা বটতলায় মিলনীর মাঠে পদযাত্রা শেষ করে সভা করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। রাত পৌনে বারোটা পর্যন্ত মাঠে ছিল উপচে পড়া ভিড়। বেলঘড়িয়া বিরাটি মাইকেল নগর হয়ে রাত ১১ টা নাগাদ মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় পৌঁছায় ইনসাফ যাত্রা। তারপর বারাসাত ডাকবাংলা হয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হেলাবটতলায় আসে মীনাক্ষী মুখার্জি। শীতের মধ্যে এত রাত পর্যন্ত রাস্তায় ও মাঠে অপেক্ষমান মানুষদের ধন্যবাদ জানান মীনাক্ষী মুখার্জি। রাতে বারাসাতেই থাকবে ইনসাফ যাত্রায় আগত সমস্ত কর্মী সমর্থকরা। আগামীকাল বুধবার সকাল নটা নাগাদ এই ইনসাফ যাত্রা বারাসাত থেকে রওনা দেবে মধ্যমগ্রাম হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

বিধাননগরে একাধিক জায়গায় অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগ। এনমকি পুলিশের নো পার্কিং লেখা জায়গাতেও পার্কিং ফি নেওয়া নেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা ঃ বিধাননগরের একাধিক জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ফি নেওয়া হয়, বিধানগর পৌরনীগমের পক্ষ থেকে কয়েকটি সংস্থাকে এই কাজের টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ফি পার্কিং জোন নয় এমন জায়গা থেকেও অবৈধভাবে নেয়া হচ্ছে পার্কিং ফি। এমনকি বিধান নগর পুলিশের নো পার্কিং লেখা জায়গা থেকেও পার্কিং ফি তোলার অভিযোগ। বিধান নগরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিধান নগরের EZCC সংলগ্ন মাঠ বাজারের উল্টো দিকের পুরো বিধান নগর পুলিশের নো পার্কিং লেখা বোর্ড লাগানো রয়েছে তারপরেও রুমা ট্রাভেলস নামে একটি সংস্থা সেখান থেকেই পার্কিং ফি নিচ্ছে। নো পার্কিং জায়গা থেকে পার্কিং ফি নেওয়ার কারণ হিসাবে সংবাদ মাধ্যমের সামনে পার্কিং ফি নিতে আসা ব্যক্তি সরাসরি দাবি করে স্থানীয় দলীয় ওয়ার্ড অফিস থেকে সবকিছু জেনে নিতে হবে। যদিও সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন পোদ্দার কে এ বিষয়ে ফোনে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং কাগজ দেখতে চাইছে বলেন পারকিং ফি নেয়া ঐ ব্যক্তির কাছে বৈধ কাগজ দেখতে চাওয়ার পরামর্শ দেন সাংবাদিকদের। রুমা ট্রাভেলসের কর্মকর্তা কেশব দত্তকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান তারপরেও তার ম্যানেজারকে কাগজ নিয়ে পাঠাবেন। যদিও দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরেও দেখা মেলেনি সেই ট্রাভেলস এর ম্যানেজার বা অন্য কর্মকর্তাদের।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বিএসএফ জলপাইগুড়ি রানীনগরের বার্ষিক উৎসব

জলপাইগুড়ি ঃ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বিএসএফ জলপাইগুড়ি রানীনগরের বার্ষিক উৎসব আজ , ২০-১২- ২০২৩ তারিখে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত রাকেশ রাজদান (DIG Commandant)মহাশয় প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা শম্পা ঘোষ মহাশয়া অতিথিদের সম্মানিত করে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য সকলের মন কেড়ে নেয়। পরবর্তীতে শিব তাণ্ডব, বিহু ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক নৃত্য ,সংগীত ও নাট্যাভিনয়ে দর্শক মনমুগ্ধ হয়। প্রাথমিক বিভাগের কচিকাঁচারা নৃত্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলকে সম্মোহিত করে। অনুষ্ঠানটি শ্রীযুক্ত অমলেশ বিজলী মহাশয় ও শ্রীমতি জরিন লাকড়া মহাশয়ার সম্পাদনায়, বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা,বিদ্যালয় কর্মী এবং বরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হয়েছে।

ভোর হতেই খাচা বন্দী চিতা বাঘ

জলপাইগুড়ি ঃ ভোর হতেই খাচা বন্দী চিতা বাঘ।ভোরের আলো ফুটে উঠতেই সস্তির বাতাবরণ ডুয়ার্সের মেটেলি থানার অন্তর্গত নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায়।বেশ কিছু সময় ধরে চিতা বাঘের আতঙ্কে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল নাগেশ্বরী চা বাগান সংলগ্ন এলাকা।অবশেষে বৃহস্পতিবার ভোর হতেই শ্রমিকেরা লক্ষ্য করে চা বাগানের ১২ এবং ১৩ নম্বর সেকশনের মাঝামাঝি পাতা খাচায় বন্দী হয়েছে পূর্ন বয়স্ক একটি চিতা বাঘ।বাঘ বন্দীর খবর ছড়িয়ে পরতেই সস্তির পরিবেশ চা বাগানে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বন বিভাগের কর্মীরা।

গত এক সপ্তাহ ধরে সাড়ম্বরে পালিত হল হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর কে.আর.এইচ. এন হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

মালদা ঃ গত এক সপ্তাহ ধরে সাড়ম্বরে পালিত হল হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর কে.আর.এইচ. এন হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। এই উৎসবকে ঘিরে হরিশ্চন্দ্রপুরের সংশ্লিষ্ট স্কুল সংলগ্ন এলাকাতেও আলোকশয্যায় ভরিয়ে তোলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার নানান ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপ্তি কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল বিধায়ক তাজমুল হোসেন সহ বিশিষ্ট জনেরা।
শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো এই স্লোগানকে সামনে রেখেই সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আযোজন করে। যেখানে স্কুল পড়ুয়া থেকে প্রাক্তনীদের নিয়েও নানান ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়। এই হাই মাদ্রাসার কিছু অতীত গল্প প্রাক্তন পড়ুয়ারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুলে ধরেন।

সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাণ্ডে হতবাক ধুপগুড়িবাসী

ধুপগুড়ি ঃ রাতের অন্ধকারে গৃহবধুর বাড়িতে সিভিক ভলেন্টিয়ার। ধুপগুড়ি শহরের ৯ নাম্বার ওয়ার্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয় বাসিন্দারা।জানা যায় ধুপগুড়ি থানায় কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার বাড়ি ধুপগুড়ি থানা পাড়ায় দু বছরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক ৪২ বছরের গৃহবধুর সাথে। গতকাল রাত্রে ধুপগুড়ি থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার মোটর বাইকে করে এসে গৃহবধূ প্রেমিকার সাথে দেখা করতে আসলে হাতেনাতে ধরা পড়ে প্রতিবেশীর হাতে বলে অভিযোগ। তারপর পাড়াপ্রতিবেশী এবং ধুপগুড়ি থানার পুলিশ প্রশাসন তাদের দুজনকে দুজনের জোবানবন্দি নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেন। ধুপগুড়ি শহরে এরকম ঘটনা সাক্ষী থাকলো ধুপগুড়ি শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে।ঘটনাটা খবর চাউর হতেই এলাকায় অনেক মানুষের জনসমাগম হয়। সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাচ্চা ও বউ রয়েছে এদিকে ৪২ বছরের গৃহবধু ছেলে ও মেয়ে রয়েছে ছেলে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে এবং মেয়েটির ও বয়স আনুমানিক ১০ বছর। আরো জানা যায় সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বাবা ও তার বৌমা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তার রেজিস্ট্রি করা বউ বলেন আমি দুজনের নামে এফআইআর করব এবং তার বাবা বলেন আমার ছেলেকে অনেকবার শূদ্রবার চেষ্টা করছি কিন্তু শুধরে নাই আমার ছেলে এই মহিলার সাথে যদি সুখী থাকতে থাকে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই এবং আগের বৌমা চাঁদের গায়ে কালো দাগ থাকতে পারে কিন্তু আমার বউয়ের নামে কলঙ্ক নেই সে একজন সৎ। আনুমানিক ৪২ বছরে গৃহবধূ আগের স্বামী ছাদা সরল একেবারে মাটির মানুষ বলে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি। আর এই সরলতার সুযোগেই নিয়েছে সেই গৃহবধ। যদিও এই ঘটনায় কোন তরফ থেকেই থানায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক সড়কের ধারে দোকানে প্রবেশ করল ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দোকান

আলিপুরদুয়ার ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক সড়কের ধারে দোকানে প্রবেশ করল ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি দোকান। দলসিংপাড়া এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে জয়গাঁ থেকে হাসিমারা গামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ধারে দোকানে প্রবেশ করে। লরির চালক আহত জয়গাঁ পুলিশ লরির চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মালদা পুলিশ ডাকাতির পরিকল্পনা নস্যাৎ করে ৯ ডাকাতকে ধরল

মালদা ঃ ডাকাতির আগেই ছক বানচাল।বছর শেষে মালদহের চাঁচল থানা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৯ জনের ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।বুধবার মাঝরাতে বিহার সীমান্তবর্তী চাঁচলের মায়াপুরে একটি আমবাগানে অভিযান চালায় পুলিশ।বাকিয়া পালিয়ে গেলেও নয়জন খপ্পরে আসে।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হাসুয়া,রড,দড়ি ও লঙ্কার গুড়ো।
নয়জন ধৃতের মধ্যে রাহানুল আলি,মহম্মদ তৈয়ব, ফিরোজ আলম ও আলতাব হোসেন কুখ্যাত বলে পুলিশের দাবি। বৃহস্পতিবার সকলকেই আদালতে পেশ করা হয়েছে।তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এই চারজন কুখ্যাতকে সাতদিনের রিমান্ডের আবেদন করবে পুলিশ।পুলিসের দাবি তারা ডাকাতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানো জড়ো হয়েছিল।
পুলিশের সাফল্য মিললেও এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।বাংলা বিহার সীমান্ত এলাকায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি উঠেছে।
ধৃতরা মধ্যে আটজন বিহার এলাকার বাসিন্দা ও একজন হাসিরুল হক উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।উত্তর দিনাজপুর এলাকায় ডাকাতি করার ছক কষেছিল বলে পুলিশের অনুমান।

শিক্ষা চক্রে উদযাপনের কারণে ৫৯টি স্কুলে ক্লাস স্থগিত করেছেন এসআই, বিডিও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন

মালদা ঃ সার্কেলে হবে শিক্ষা উৎসব। প্রাথমিকের পড়ুয়ারা সেই উৎসবে অংশ নেবে। উৎসব সফল হলে দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে বাহবা পাবেন। তাই কোনও সরকারি নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছেয় সার্কেলের সব স্কুলে পঠনপাঠন স্থগিত করে শিক্ষকদের উৎসবে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সাব ইন্সপেকটর অফ স্কুলস। সেই নির্দেশ তিনি স্কুলগুলির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করেছেন। মৌখিকভাবে প্রতিটি স্কুলকে জানিয়েছেন, উৎসবের জন্য একদিন মিড ডে মিল রান্নারও প্রয়োজন নেই। তবে কাগজে কলমে রান্না হয়েছে বলেই উল্লেখ করতে হবে। তাঁর এই নির্দেশিকার জেরে বুধবার মিড ডে মিলের খাবার থেকে বঞ্চিত থাকল হাজার ছয়েক শিশু। এসআই বলছেন, কিছু পেতে গেলে কিছু ত্যাগ করতেই হয়। যদিও তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমালোচিত হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের দায় সম্পূর্ণভাবে ওই এসআইয়ের। গোটা ঘটনায় এসআইয়ের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদার বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বেশ কিছু অভিভাবক।
মালদা সার্কেলে রয়েছে মোট ৫৯টি প্রাথমিক স্কুল। এই সার্কেলের বেশিরভাগ এলাকাই আদিবাসী কিংবা রাজবংশী সম্প্রদায় অধ্যুষিত। মূলত গরিব মানুষজনের বসবাস। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে সরকারি স্কুলের উপরেই তাঁরা ভরসা করেন। এদিন ছিল ওই সার্কেলের টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রতিযোগিতা। এককথায় শিক্ষা উৎসব। সাহাপুর হাইস্কুল মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সার্কেলের ৫৯টি স্কুলই উৎসবে অংশ নেয়। এই উৎসবের জন্য সম্প্রতি এসআই স্কুলগুলির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নির্দেশিকা পাঠান, টিএলএম মেলা দেখার জন্য সার্কেলের সমস্ত শিক্ষককে অবশ্যই আসতে হবে। তার জন্য ক্লাস সাসপেন্ড রাখতে হবে। প্রতিটি স্কুল থেকে অন্তত ১০ জন করে পড়ুয়াকে উৎসবে নিয়ে আসতে হবে।
এই নির্দেশিকার জেরেই এদিন সার্কেলের সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। কোথাও পঠনপাঠন কিংবা মিড ডে মিল তৈরি হয়নি। কোনও খুদে পড়ুয়া খাবার পায়নি। এনিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগপত্রে বেশ কিছু পড়ুয়ার অভিভাবকরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভীষণ গরিউ। তাঁদের ছেলেমেয়েরা মিড ডি মিলের খাবার খেয়েই দুপুরে পেট ভরায়। কিন্তু এদিন তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসে ঘুরে যায়। স্কুল বন্ধ থাকায় তারা মিড ডে মিলের খাবার পায়নি। তাঁরা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, এদিন এই চক্রের কোনও স্কুলেই মিড ডে মিলের খাবার দেওয়া হয়নি। অথচ এদিন কোনও সরকারি ছুটি ছিল না। এসআই নিজের সিদ্ধান্তে স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর জন্য তাঁরা এসআইয়ের শাস্তি দাবি করছেন। দুপুর ১২টায় একাই বসে ছিলেন মুচিয়া মহাদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পল্লব মিশ্র। পড়ুয়াদের দেখা নেই কেন? প্রশ্ন করলে জানালেন, আজ সাহাপুর হাইস্কুলে টিএলএম মেলা রয়েছে। এসআইয়ের নির্দেশে আজ ক্লাস সাসপেন্ড রয়েছে। বাকি শিক্ষকরা সেখানে গিয়েছেন। আজ স্কুলে মিড ডি মিলের খাবারও তৈরি হয়নি। তাই পড়ুয়ার দেখা নেই।
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে মালদা সার্কেলের এসআই ভরত ঘোষ বলেন, আজ যেহেতু মালদা সার্কেলের তরফে এই টিএলএম অর্গানাইজ করা হচ্ছে, তাই প্রতিটি স্কুলের সব শিক্ষককেও আমরা এখানে থাকতে বলেছি। কারণ, এখানে বিভিন্ন স্কুলের টিএলএম দেখে তাঁরা নিজেদের স্কুলে প্রয়োগ করতে পারবেন। তাই আজ সমস্ত স্কুলের ক্লাস সাসপেন্ড করা হয়েছে। পড়ুয়াদেরও এখানে আসতে বলা হয়েছে। শিক্ষার স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করতে গেলে কিছু ত্যাগ করতেই হবে। সেটা মিড ডে মিলও হতে পারে।

সম্পাদকীয়

নতুন করে কোভিড ছড়াচ্ছে, দু দিনে মৃত ৭ জন

ভারতে গত ৪৮ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সাত জন মারা গেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নতুন করে ৬৪০ জন করোনা সংক্রমিত খুঁজে পাওয়া গেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ভারতে এখন ২,৯৯৭ জন কোভিড আক্রান্ত রয়েছেন। যারা মারা গেছেন গত দুদিনে, তাদের বেশিরভাগই গুরুতর অসুস্থ ছিলেন আগে থেকেই। তবে এখনও এটিকে কোভিডের নতুন ঢেউ বলে চিহ্নিত করছেন না বিজ্ঞানীরা। সবথেকে বেশি মৃত এবং সংক্রমিত কেরালায়। ওই রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬৫ জন নতুন কোভিড রোগী পাওয়া গেছে। কেরালা ছাড়াও তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গোয়া, রাজস্থান এবং পাঞ্জাবেও কোভিড রোগী পাওয়া গেছে। নতুন করে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে কতজন করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট জেএন১ – এ আক্রান্ত, তা জানার জন্য লালারসের নমুনা জেনোম সিকোয়েন্সিংয়ে পাঠানো হচ্ছে নিয়মিত। যদিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবারের সংক্রমণ, চিকিৎসকেরা বলছেন আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, কিন্তু মাস্ক পড়া আবারও শুরু করা উচিত। কোভিড মহামারীর শুরুর সময়, ২০২০ সাল থেকে বারে বারে

কেরালাতেই এই ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে হতে দেখা গেছে। এবারেও ওই রাজ্যেই সবথেকে বেশি সংক্রমিত পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য কোভিড এক্সপার্ট কমিটির সদস্য ডা. অনীশ টি এম বিবিসিকে জানিয়েছেন, যতজন কোভিড পজিটিভ রোগী পাওয়া যাচ্ছে, তাদের ৫০ এরই কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আবার এরকম সংক্রমিতও দেখা যাচ্ছে যার এক আত্মীয় হয়তো পজিটিভ হয়েছেন এবং সেই ব্যক্তির সঙ্গে তিনি দূর থেকে দেখা করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন টেস্ট করালেন, দেখা গেল তার কোভিড পরীক্ষার ফলও পজিটিভ। মানুষের মনে একটা ভয় ঢুকেছে। তারা সরকারি আর বেসরকারি কেন্দ্রগুলোতে নিজের থেকেই পরীক্ষা করাতে আসছেন, বলছিলেন ডা. অনীশ। কেরালার চিকিৎসকরা বলছেন, যতজন রোগীর মধ্যে সংক্রমণ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের অর্ধেকের মধ্যেই নতুন জেএন১ ভ্যারিয়েন্টের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কলকাতার আমরি হাসপাতালের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সায়ন চক্রবর্তী বিবিসিকে বলছিলেন, নতুন যে ভ্যারিয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে, সেটার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা আগের অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের থেকে অনেকটাই বেশি। কিন্তু এই ভ্যারিয়েন্টটার ধার অনেকটাই কম, খুব বেশি যে অসুস্থ করে ফেলতে পারবে করোনার এই ভ্যারিয়েন্ট, তা নয়। আগের কয়েকবার যেমন দেখা গেছে প্রচুর মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে, আইসিইউতে দিতে হচ্ছে, এই ভ্যারিয়েন্টে সেরকমটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই ভ্যারিয়েন্টের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তা সাধারণ সর্দি, কাশি, জ্বরের মতোই লক্ষণ দেখা দেবে, বলছিলেন ডা. চক্রবর্তী। তিনি আরও বলছিলেন, শুধু বয়স্ক মানুষ বা অন্যান্য রোগে ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে হয়তো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হলেও হতে পারে। অন্যদের আমরা চিকিৎসা করছি সর্দি, কাশি, জ্বরের রোগীদের মতো করেই। নতুন ভ্যারিয়েন্টের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই বিজ্ঞানীরা বলছেন এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন ভ্যারিয়েন্ট জেএন১ কে এখনও উদ্বেগজনক আখ্যা দেয় নি, তারা নজর রাখছে এই ভ্যারিয়েন্টটির দিকে। কোভিড মহামারীর পুরো সময়টা জুড়েই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বৈজ্ঞানিক ছিলেন যিনি, সেই ড. সৌমিয়া স্বামীনাথন সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু আতঙ্কের কিছু নেই। আমাদের কাছে এখনও এই তথ্য নেই যে নতুন জেএন১ ভ্যারিয়েন্টটি কতটা গুরুতর অভিঘাত হানতে পারে অথবা এটি অনেক বেশি নিউমোনিয়া বা মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে কী না। সাধারণ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলেই চলবে। এইসব ব্যবস্থাগুলো সঙ্গে তো আমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছি। অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এটিও সেই ধরনেরই ভ্যারিয়েন্ট, জানিয়েছেন ড. স্বামীনাথন। কলকাতার চিকিৎসক ডা. সায়ন চক্রবর্তী বলছেন, গত কয়েক বছরে আমরা সবাই জানি কোভিডের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গেলে কী কী করতে হবে। মাস্ক পড়া বা বেশি ভিড়ের মধ্যে যাওয়া এড়িয়ে চলা ইত্যাদি।

নতুন বছরের প্রযুক্তিঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর ইলেকট্রিক বাহনে থাকছে চমক

প্রযুক্তি দুনিয়া ২০২৩ সালকে সম্ভবত মনে রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূল ধারায় যুক্ত হওয়ার বছর হিসেবে। কোডিং থেকে আর্ট, রচনা, এআই সিস্টেম খুব দ্রুতই বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করে দিতে পারে, যা হয়তো একেবারে নিখুঁত নয় তবে নানান পেশা ও শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের জন্য দরকারি অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে সৃষ্টিশীল এসব এআই।

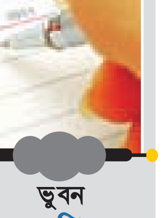

ভুবন
প্রাবন্ধিক

মাইক্রোসফট, চ্যাটজিপিটি -- ২০২২ সালের শেষদিকে এসব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আসার পর থেকে, প্রতিদ্বন্দ্বী আরো অনেক কোম্পানিই এমন এআই নিয়ে কাজ করছে।

ডিসেম্বরে সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছে অ্যালফাবেট গুগলের মালিক এই কোম্পানি জেমিনিকে হাজির করেছে, এই এআই সমস্ত গুগল পণ্য, চ্যাটবট এবং সার্চ ইঞ্জিনেও যুক্ত হবে।

অ্যালফাবেট দাবি করছে তাদের জেমিনি বর্তমান চ্যাটজিপিটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। তবে চ্যাটজিপিটি নিয়ে আসা ওপেনএআই বলছে তারাও বসে নেই। নতুন বছরে তাদের সফটওয়্যারের আরও একটা শক্তিশালী ভার্সন নিয়ে আসার ঘোষণা তাদের।

গত নভেম্বরে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের এক কনফারেন্সে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান বলেন, আমরা এখন আপনাদের জন্য যেটা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছি সেটার তুলনায় যা আমরা চালু করেছি তা সামনে দেখতে খুব অদ্ভুত মনে হবে।

অন্যদিকে বিনিয়োগকারীরা এই শিল্পে প্রচুর অর্থ ঢালছেন এবং আশা করছেন যে তারা যেন এই সেক্টরের পরবর্তী জায়ান্টের পেছনে থাকতে পারেন।

ডেটা নিয়ে কাজ করা পিচবুকের হিসাব মতে, শুধু গত সেপ্টেম্বর পর্যন্তই বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠান জেনারেটিভ এআই স্টার্টআপের পেছনে ২১.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ করেছে। যেখানে পুরো ২০২২ সাল জুড়ে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয় মাত্র ৫.১ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

তবে অনেকে সতর্কও করছেন এ নিয়ে অতি উৎসাহী না হতে। সিসিএস ইনসাইটের প্রধান অ্যানালিস্ট বেন উড বলছেন, ২০২৪ সালে জেনারেটিভ এআই একটু রয়েসয়ে এগুবে।

উচ্চাশা উপেক্ষিত হয়েছে এরইমধ্যে, আমরা মনে করি, আরও কিছু বাধা অল্প সময়ের জন্য হলেও এটার গতি কমিয়ে দেবে, বলেন তিনি।

তিনি মনে করিয়ে দেন একটা জেনারেটিভ এআই সিস্টেম তৈরি এবং সেটা চালু রাখা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রচুর কম্পিউটিং পাওয়া এবং দামি সব কম্পিউটার চিপের দরকার হয় যার যোগান খুব সীমিত।

তার অনুমান খরচ বাঁচাতে কিছু এআই হাইব্রিড সিস্টেমে যাবে, যেখানে স্থানীয়ভাবে আপনার ল্যাপটপ বা ফোন থেকেই কিছু জিনিস প্রসেসিং সম্পন্ন হবে। মি. উড আরও মনে করেন বিভিন্ন নীতি ও আইনি মারপ্যাঁচও জেনারেটিভ এআই নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি করেছে তাতে রাশ টানবে।

সংস্থাগুলো হয়তো এমন অবস্থায় পড়তে পারে যেখানে দেখা যাবে তারা অনেক অর্থ বিনিয়োগ করে ফেলেছে কিন্তু নিয়মনীতির সাথে মানিয়ে নিতে এর কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে।

স্মেড অটোমোটিভ রিসার্চ বলছে, আগামী বছরের প্রথম তিন মাসেই যুক্তরাজ্যের রাস্তায় এক মিলিয়ন সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক কার নামতে যাচ্ছে। জার্মানির পর ২য় বাজার হিসেবে যুক্তরাজ্য এই মাইলফলক স্পর্শ করবে।

এছাড়া ২০২৪ সাল ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (ইভি) নির্মাতাদের জন্য একটা কঠিন বছর

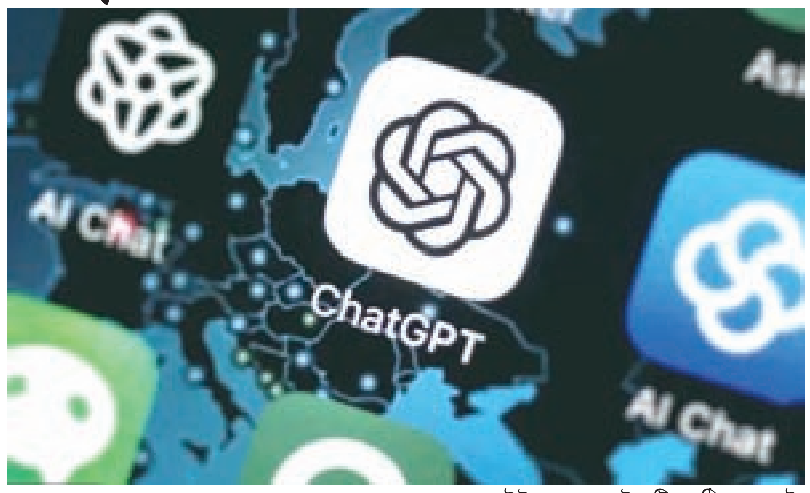

হতে যাচ্ছে।

২০২৩ সালের শেষদিকে এসে ফোর্ড, জিএম, টেসলা সবাই তাদের ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল নির্মাণ কাজ বাড়ানোর যে পরিকল্পনা সেটা আপাতত বন্ধ করে রেখেছে। অক্টোবরে মার্সিডিজবেঞ্জের দাম নিয়ে যুদ্ধ এবং সাপ্লাই চেইন জটিলতায় ইভির গোটা বাজারকে 'নিষ্ঠুর' বলে বর্ণনা করেছেন অনেকে।

বিশ্লেষকরা নতুন বছরে এসব সংকট কমার কোনও লক্ষণ দেখছেন না। অটো মার্কেট অ্যানালিস্ট ম্যাথিয়াস স্মেড ২০২৪ সালে ইউরোপ জুড়ে বৈদ্যুতিক বাহন বিক্রি স্থবির থাকবে বলে মনে করছেন।

বিশেষ করে সাধারণত যে বাজারগুলো শক্তিশালী যেমন জার্মানি, নরওয়ে, সেখানে তিনি বিক্রি বাড়ার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না।

তবে এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে নতুন জিরো এমিশন ভেহিক্যাল (জেডইভি) নীতি কার্যকর হওয়ায় এইটা একটা ভালো বাজার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই নীতি অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে বিক্রি হওয়া গাড়ির মাত্র এক পঞ্চমাংশের কিছু বেশি ইলেকট্রিক গাড়ি হতে হবে, যে লক্ষ্যটা ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ শতাংশে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে যারা ইলেকট্রিক গাড়ি কিনতে চান তাদের জন্য এসবই দারুণ খবর।

নির্মাতাদের এখন জেডইভি লক্ষ্যপূরণে ছুটতে হবে, ফলে বাজারটি হয়ে উঠতে যাচ্ছে ক্রেতা নির্ভর, বলেন মি. স্মেড।

হিউম্যানয়েড রোবট, যা মানুষের মতো কাজ করতে সক্ষম, এগুলো নতুন বছরে আরও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। টেসলা যেমন অপটিমাস নামের একটি হিউম্যানয়েড রোবট নিয়ে কাজ করছে, তাদের আশা এটি খুব দ্রুতই ফ্যাক্টরির সাধারণ কাজ করতে শুরু করবে।

এ মাসের শুরুর দিকে এক ভিডিওতে দেখা যায় অপটিমাসের নতুন যে ভার্সন তা আগের যন্ত্রটির চেয়ে আরও হালকা। নতুন হাত এবং মটরও এতে যুক্ত হয়েছে।

গত জুলাইয়ে ইলন মাস্ক ঘোষণা দেন অপটিমাস ২০২৪ সাল থেকে টেসলা ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে।

এটি কবে থেকে কাজের উপযোগী হয়ে উঠবে তা জানার জন্য আমরা একে প্রথমে আমাদের নিজেদের ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগিয়ে দেখবো। আমি মনে করি আগামী বছরের কোনও একটা সময় আমরা সেটি করতে সমর্থ হবো। এ ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।

হিউম্যানয়েড রোবটে টেসলার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে আরও অনেকে। অন্য অনেক কোম্পানির রোবট এরইমধ্যে অফিসে নানা কাজ করতে শিখছে।

অ্যামাজন তাদের ওয়্যারহাউসে একটি হিউম্যানয়েড রোবট পরীক্ষা করে দেখছে। ডিজিট নামের এই রোবটটি নড়াচড়া করতে পারে, হাত মুঠো করে অনেকটা মানুষের মতোই এটি জিনিসপত্র ধরতে পারে।

এই রোবটটি তৈরি করেছে অ্যাজিলিটি রোবোটিক্স, আর তারা আশা করছে নতুন বছরে অন্যান্য কাস্টমারদের কাছেও তারা এই রোবটটি তুলে দিতে পারবে।

অন্যদিকে কানাডায় স্যানচুয়ারি এআই, ফিনিক্স নামের একটা রোবটকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, এটি ব্যাগ ভরার মতো নির্দিষ্ট কাজও করতে সক্ষম। ২০২৪ সালে তাদের লক্ষ্য ফিনিক্সের কাজের পরিধি আরও বাড়ানো।

নানা নিয়ম নীতিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাইটগুলো মোটামুটি কঠিন সময়ই পার করছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

সবচেয়ে চাপে ইলন মাস্কের এক্স। টুইটার থেকে নাম পরিবর্তনের সাথে অনেকগুলো পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও যাচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মটি।

বিশেষ করে আর্থিক নীতিতে নানা পরিবর্তন এনেছেন তিনি। ব্লু টিকের জন্য সাবস্ক্রিপশন (যা পরে অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও অনুসরণ করেছে), থার্ড পার্টি অ্যাপ সরিয়ে নিয়ে নানা পেইড প্রোগ্রাম চালু এমনকি ফিলিপাইন ও নিউজিল্যান্ডে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য বার্ষিক ১ ডলার ফিও চালু করেছে এক্স।

তবে এই মুহূর্তে বিজ্ঞাপনদাতাদের সাথে মুখোমুখি অবস্থানে মাস্ক। ফোর্বস বলছে সাইটে ৫৫ শতাংশ বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কমে গিয়েছে, আর বৈশ্বিক ট্র্যাফিক কমেছে ১৪ শতাংশ।

বিজ্ঞাপনদাতাদের কড়া সমালোচনা করে ইলন মাস্ক বলেন, অ্যাডভার্টাইজিং বয়কট তার কোম্পানিকে মেরেও ফেলতে পারে।

নতুন বছরে তাই এক্সের ব্যবহারিক ও আর্থিক দুই ধরনের নীতিতেই পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে কানাডায় ভালো বিপদে পড়েছে মেটা। দেশটি তাদের নতুন অনলাইন নিউজ অ্যাক্ট পাশ করেছে যাতে সামাজিক মাধ্যম বা সার্চ ইঞ্জিন সাইট, নিউজ আউটলেটগুলোকে তাদের কন্টেন্ট ব্যবহারের জন্য পয়সা দেবে।

যা নিয়ে প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে গুগল কানাডার সরকারের সাথে একটা চুক্তি করেছে, যাতে দেশটির গণমাধ্যমগুলোকে বছরে ১০০ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার দেবে এই টেক জায়ান্ট। তবে আইনটি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে কানাডার ব্যবহারকারীদের জন্য ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রামে সংবাদ ব্লক করে রেখেছে মেটা। দুই পক্ষের মধ্যে এ নিয়ে এখনো আলোচনা চলমান।

এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় ২০২১ সালে একই রকম আইন পাশ হয়। সেখানে মেটা শুরুতে সংবাদ ব্লক করে রাখলেও পরে দাবি মেনে নেয় ও সেখানে বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়ার সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে তারা।

অন্যান্য দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যও এরকম আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে। নতুন বছরে তাই ভালোই চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে সামাজিক মাধ্যমগুলোর জন্য।

ফার্মাসিউটিক্যালস দুনিয়ায় একটা ওষুধ এত বেশি বিক্রি হচ্ছে যে এর উৎপাদনকারীরা চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে।

ওজন কমানোর ওষুধ সেমাগ্লুটাইড, বাজারে যেটি উইগোভি ব্র্যান্ডে পরিচিত, এটি দারুণ সাফল্য পেয়েছে। চাহিদা মেটাতে ড্যানিশ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এটির উৎপাদন বাড়াতে এখন আরও বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করছে।

এই মুহূর্তে ইউগোভি একটা ইঞ্জেকশন আকারে আছে যা প্রতি সপ্তাহে নিতে হয়, কিন্তু এটির ট্যাবলেটও তৈরি হবার পথে। নভো নরডিস্ক অবশ্য এখনো মুখ খোলেনি যে ঠিক কখন থেকে এটি বাজারে পাওয়া যাবে।এলি লিলির ওষুধ মোনজারো সম্প্রতি ওজন কমানোর চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অনুমতি পেয়েছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেরও অনুমতি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এছাড়া ফাইজারও তাদের ওজন কমানোর ওষুধের অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

সাময়িকী

তুরস্কের পার্লামেন্টে সিরিয়াক ভাষায় বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে বিতর্ক

এই সপ্তাহে তুরস্কের একমাত্র আসিরীয় আইনপ্রণেতা তার মাতৃভাষা সিরিয়াকএ বড়দিনের বার্তা প্রদান করেছেন। এ নিয়ে দেশটির পার্লামেন্ট বিতর্কে ফেটে পড়ে। অন্যান্য আইনপ্রণেতারা এতে অপমান বোধ করেন। তারা মনে করেন জাতীয় সংসদে শুধুমাত্র তুর্কি ভাষায় কথা বলা উচিত।

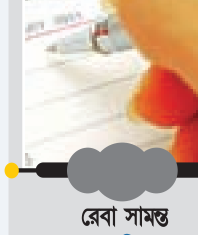

রেবা সামন্ত
প্রাবন্ধিক

সোমবার বাজেট বিতর্কের সময় কুর্দিপন্থী পিপলস ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি পার্টির (ডিইএম) সদস্য জর্জ আসলান বলেন, তুরস্কে বসবাসরত আমাদের গ্রীক, আর্মেনীয় এবং আসিরীয় নাগরিক থেকে শুরু করে সকল খ্রিস্টানকে আমি বড়দিনের শুভেচ্ছা জানাই।নতুন বছর আমাদের দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে প্রেম ও শান্তি বয়ে আনুক এই কামনা করি।

আসলান আরও বলেন, যারা তুর্কি ভাষা জানে না এমন আসিরীয় মানুষদের জন্য আমি সিরিয়াক ভাষায় বড়দিনের একই বার্তা দিতে চাই। তিনি সিরিয়াক ভাষায় তার বক্তব্য চালিয়ে যান।

জাতীয়তাবাদী, মধ্যডান গুড পার্টির (আইওয়াইআই পার্টি) বেশ কয়েকজন আইনপ্রণেতা আসলানের পোডিয়াম থেকে তুর্কি ছাড়া অন্য ভাষায় বক্তব্য দেয়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন।

আসিরীয়রা মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টান সংখ্যালঘু। তুরস্ক, সিরিয়া এবং ইরাকে যেখানে তারা বাস করে সেখানে তাদের জনসংখ্যা কমছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া থেকে তাদের ইতিহাস শুরু। সিরিয়াক ভাষা একটি সেমেটিক ভাষা। এটি আরবি ভাষা থেকে স্বতন্ত্র।

তুরস্কের ফেডারেশন অফ সিরিয়াক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ইভগিন তুর্কারের মতে, তুর্কি প্রজাতন্ত্রের শততম বার্ষিকীতেও কিছু মানুষের অন্যান্য ভাষার প্রতি সহনশীলতা তৈরি হয়নি।

তুর্কার আরও বলেন, ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেকের যার যার মাতৃভাষায় নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং নিজের ভাষায় পড়াশোনা করার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। আসলানের সিরিয়াক ভাষার বক্তব্য সংসদীয় সংলাপে উহ্য শব্দ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাদটীকায় বলা হয়েছে, এই অংশে বক্তা অতুর্কি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এটি পার্লামেন্টের সংলাপের প্রতিলিপিকারদের একটি নিয়মিত অনুশীলন।তারা কুর্দি, ইংরেজি ও ফরাসিসহ প্রতিটি অতুর্কি ভাষায় একই নিয়ম প্রয়োগ করে। ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় থেকে ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কুর্দি ভাষা তুরস্কে নিষিদ্ধ ছিল। কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে তুরস্কের শান্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন কুর্দি ভাষার ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলনামূলকভাবে শিথিল করা হয়েছিল। ওই শান্তি প্রক্রিয়ায় কুর্দি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানসহ অনেক বিষয়ে বিতর্ক হয়েছিল।

জানা অজানা

রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব ২০২৪এর জানুয়ারিতে

দ্বিতীয় দফায় ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করতে চলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে দল প্রাক্তন সভাপতিকে দ্বিতীয় বারের জন্য ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করতে অনুরোধ করে।

দলের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল দলের সিদ্ধান্তের কথা জানান। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী নতুন বছরের শুরুতেই আগামী জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় দফার ভারত জোড়ো যাত্রায় বের হবেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, দ্বিতীয় দফার যাত্রায় রাহুল উত্তরপূর্বে ভারতের কোনও রাজ্য বেছে নেবেন। পার্টির নেতারা সেই মতো আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। সম্প্রীতির পাশাপাশি দ্বিতীয় দফায় যাত্রায় রাহুল গান্ধী দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বার্তা দিতে অরুণাচল প্রদেশের সেই গ্রামগুলির একটি বেছে নিতে পারেন যেগুলি সম্প্রতি চীন নিজেদের দাবি করে নতুন নাম দিয়েছে।

আগামী ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। এই সময়েই রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রায় থাকবেন। আগে দলীয় সূত্রে ঠিক ছিল প্রথম দফার ভারত জোড়ো যাত্রায় মতো দ্বিতীয় বারও তিনি চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে হাঁটা শুরু করবেন। পরে দু'টি কারণে পরিকল্পনা বদল করা হয়। রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচার, প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাম মন্দির উদ্বোধনের সময়েই এই ভারত জোড়ো যাত্রা করার পরিকল্পনা করা হয়।

গাজায় যুদ্ধ বিরতির আহ্বান ছাড়াই সহায়তা বিষয়ক দূর্বল প্রস্তাব অনুমোদন করলো জাতিসংঘ

শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় ক্ষুধার্ত ও হতাশ অসামরিক লোকদের কাছে অবিলম্বে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষীণ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে তবে সেখানে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে সহিংসতা বন্ধের মুল আহ্বানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে এই দীর্ঘ বিলম্বিত প্রস্তাবটির পক্ষে ১৩ ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি তবে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ভোট দানে বিরত ছিল। এই ভোটের অল্প আগেই রাশিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে অবিলম্বে এই যুদ্ধ থামানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল।তবে যুক্তরাষ্ট্র ঐ প্রস্তাবে ভেটো দেয়। ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ছিল দশটি দেশ, বিপক্ষে ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং চারটি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল।

এই চূড়ান্ত ভোটে যুক্তরাষ্ট্র বিরত থাকায় ইসরাইলের অভ্যন্তরে গাজার আকস্মিক আক্রমণের পর গাজা বিষয়ক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আমেরিকান ভেটো এড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর স্বস্তি প্রকাশ করে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূত লিন্ডা টমাসগ্রীনফিল্ড , এটা কঠিন বিষয় ছিল , কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি। তিনি বলেন এই ভোটের ফলে গাজায়

মানবিক সংকট লাঘব করা, সেখানে জীবন রক্ষাকারী সহযোগিতা প্রদান করা , গাজা থেকে জিম্মিদের ছাড়িয়ে আনা , নির্দোষ অসামরিক লোকজন ও মানবিক কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান এবং স্থায়ী শান্তির জন্য কাজ করা সম্ভব হবে।

যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা যখন চলছিল তার মধ্যেই শুক্রবার ইসরাইলের বাহিনী গাজায় তাদের আক্রমণের আরও বিস্তার ঘটিয়েছে। ছিটমহলটিতে মানবিক সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে।

গাজার বাসিন্দারা গাজার উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশে ভারী গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলার কথা জানিয়েছেন।দক্ষিণে খান ইউনিস এবং রাফাহতেও বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনী গাজার মধ্য অঞ্চলের আলবুরেজ এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের অবিলম্বে দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এটি এই এলাকায় সম্ভাব্য স্থল হামলার ইঙ্গিত।

পাঠকের চিঠি

অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চান

তথ্য জানার অধিকার আইনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারিবারিক তথ্য জানতে চেয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে গড়িয়েছিল মামলা। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ করে দেন সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণব। চলতি বছরের ৩১ মার্চ মামলাটি খারিজ করার পাশাপাশি আরটিআই আইনের অপব্যবহারের অভিযোগে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেন দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণব। আদালতের এই মামলাটি খারিজ করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুনিতা আগরওয়াল ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ মায়ীর ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানালেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তার হয়ে মামলাটি লড়ছেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এবং আউম কোতওয়াল। মামলাটি গ্রহণ করেছে দিল্লির উচ্চ আদালত। আগামী ১১ জানুয়ারি ওই মামলার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। আদালতের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে কেজরিওয়াল দাবি করেছেন যে, বিচারপতি বৈষ্ণব এভাবে তার উপর জরিমানার নির্দেশ দিতে পারেন না। কারণ, এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে কোনও আবেদন করেননি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চেয়ে তিনি শুধুমাত্র প্রধান তথ্য কমিশনারকে (সিআইসি) একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রধান তথ্য কমিশনার স্বতঃপ্রণোদিত হয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ডিগ্রির বিস্তারিত প্রকাশ করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে আদালতে কেজরিওয়ালের আইনজীবীর যুক্তি, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রার্থীর পূর্বসূরি সম্পর্কে অবহিত না হলে ভোটারদের কাছে ভোট দেওয়ার অধিকার অর্থহীন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তারা।

দীপা, রাঁচি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের টিকেটের জন্য ৮২ টি আবেদনপত্র জমা রাজিব ভবনে

লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে বিরোধীপক্ষের সাংসদদের নিলম্বন করার প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রার্থীদের টিকেটের আবেদন করার সময়সীমা গত ১১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হলেও সেটা ২২ ডিসেম্বর অন্ত পড়েছে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৮২ টি। তবে ক্ষেত্রে বহু প্রার্থী একটির অধিক লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র জমা করেছেন। এমনকি সাংসদ গৌরব গগৈ তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তবে দলের টিকেট সংক্রান্তে তৎপরতা অব্যাহত রাখার মধ্যেই লোকসভা এবং রাজ্যসভা থেকে বিরোধীপক্ষের সাংসদদের নিলম্বন করার প্রতিবাদে ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচি পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে দলীয় টিকেটের জন্য ১১ ডিসেম্বর থেকে আবেদনপত্র জমা নিচ্ছে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবন। এক্ষেত্রে অন্তিম তারিখ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হলেও পরে সেটা ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসাবে আপাতত ভাবে শুক্রবার আবেদনপত্র জমা নেওয়ার তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মোট ৮২ জনপ্রার্থী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গতকাল যোরহাট, কাজিরাঙ্গা এবং নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলের টিকেট চেয়ে অনলাইন আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। তাছাড়াও বহু প্রার্থী দুটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদন পত্র দাখিল করার নজির রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এক্ষেত্রে তার একটু ভুল হয়েছে। কারণ টিকেটের জন্য আবেদন পত্র জমা করার সার্কুলারে একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন এটা উল্লেখ করতে তিনি ভুলে গেছেন। এর ফলেই বেশ কয়েকজন প্রার্থী একাধিক লোকসভা কেন্দ্রের টিকিটের জন্য আবেদন পত্র জমা করেছেন। তবে পরবর্তী নির্বাচনের সময় এই ভুল আর হবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন পরবর্তী নির্বাচনের সময় সার্কুলারে এই বিষয়টি উল্লেখ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ একজন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি লোকসভা কেন্দ্রের টিকেটের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন এই নিয়ম সৃষ্টি করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন সাংসদ গৌরব গগৈকে যোরহাট, কাজিরাঙ্গা এবং নগাঁও এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের কর্মীরা আবেদনপত্র দাখিল করার দাবি জানিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তিনটি কেন্দ্র থেকে টিকিটের জন্য আবেদন পত্র জমা করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

অন্যদিকে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি জানিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচি পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলটির মিডিয়া বিভাগের সম অধ্যক্ষ মেহেদী আলম বরা জানান ভারতীয় সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে তোয়াক্কা না করে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিস্কার করে বিজেপি সরকার গণতন্ত্র বিরোধী রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংসদীয় ব্যবস্থায় এটা এক নজিরবিহীন ঘটনা। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির আহবানে শুক্রবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই বিষয়টি নিয়ে প্রবল প্রতিবাদী ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচি পালন করেছে। ভারতের গণতন্ত্রের আত্মা স্বরূপ সংসদে এবার গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি নীতি নিয়ম বিসর্জন দিয়েছে বর্তমান সরকার। বিরোধী সাংসদরা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে সংসদ আক্রমণ সংক্রান্তে বিবৃতির দাবি জানিয়ে

প্রবল দাবি করার জন্যই বিরোধী পক্ষের ১৪৬ জন সাংসদকে সংসদ থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্য মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে এদিন অনুষ্ঠিত প্রবল প্রতিবাদী ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচিতে সভাপতি ভূপেন বরা, উপসভাপতি তথা প্রাক্তন সংসদ দ্বিজেন শর্মা, আব্দুল হামিদ, উপসভাপতি তথা গুয়াহাটি মহানগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নবজ্যোতি তালুকদার, বালিকা লাহন পেগু, গুণ কান্ত গগৈ, বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ, কোষাধক্ষ্য ডঃ হেমহরি পেগু, সাধারণ সম্পাদক রামান্না বড়ুয়া, বিপুল গগৈ, অরুণ তিবারি, স্বপন কুমার মন্ডল, মেহেদী আলম বরা, দ্বীপ বায়ন, জয়রাম ইংলে, কৃষ্ণা দাস, আরফান আলী হাজারিকা, উমেশ ডেকা, রৌশন রাজ ছেত্রী প্রমুখ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন ভাতৃ ভগ্নি সংগঠনের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেছেন। আযোজিত ধর্না, প্রদর্শন কার্যসূচিতে বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা রাজিব ভবন উত্তাল করে তোলেন।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তৎকালীন ভাবে রাজ্যের ৮ জন বিডিওকে চাকরি থেকে নিলম্বন

কাছাড় জেলার শিলচরের বিডিও অভিনাশ টায়েকও নিলম্বন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য সরকারের কঠোর সিদ্ধান্ত। তৎক্ষণাৎ ভাবে প্রযোজ্য হওয়া অনুসারে রাজ্যের ৮ জন বিডিওকে চাকরি থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। মূলত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এপিএসসি কেলেঙ্কারি সহ জমি কেলেঙ্কারি নিযাগে ব্যাপকভাবে অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে এবার রাজ্যের মোট আটজন বিডিওকে চাকরি থেকে নিলম্বন করা হয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নিলম্বনের এই তালিকায় কাছাড় জেলার শিলচরের বিডিও অভিনাশ টায়েকও রয়েছেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দীর্ঘদিন ধরে এই ৮ জন বিডিওর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অবশেষে নানা অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার নিজস্বভাবে গোপনে এক্ষেত্রে তদন্ত করেছে। সরকারের গোপন তদন্তে বিডিওদের বিরুদ্ধে বহু বিস্ফোরক তথ্য বিশেষ করে দুর্নীতি সংক্রান্তে নানা তথ্য পাওয়া গেছে। অবশেষে শুক্রবার রাজ্যের মোট আটজন বিডিওকে চাকরি থেকে নিলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশে চাকরি থেকে তৎকালীনভাবে নিলম্বন হওয়া বিডিও দের মধ্যে রয়েছেন কাছাড় জেলার শিলচরের বিডিও অভিনাশ টায়েক, শোনিতপুর জেলার গাভরুর বিডিও হেমকান্ত বরা, বিশ্বনাথ জেলার সাঁকোপাথরের বিডিও গৌতম কুমার শর্মা, চতিয়ার বিডিও পলক কুমার শর্মা, কাকপথারের বিডিও বর্ণালী ফুকন, যোরহাট পূর্ব এর বিডিও দ্বিজেন কুমার বরা, ছয়দুয়ারার বিডিও অরুণ কুমার দাস এবং বিশ্বনাথের বিডিও রশ্মি রেখা মহন্ত।

জুড়ী গ্রামে ৩৩ তম গীতা যজ্ঞ আয়োজিত

১০৮ মহিলা দ্বারা ভব্য কলস যাত্রা কীর্তনের সাথে বের করা হলো

পোটকা ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছর ও পোটকা অঞ্চলের জুড়ী গ্রামে ৩৩ তম বার্ষিক গীতা যজ্ঞ এর আয়োজন করা হলো।এই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বর্গীয় করালি ভট্টাচার্য্য।বর্তমান তাঁর পরিবারের অশোক ভট্টাচার্য্য,চন্দন ভট্টাচার্জি,তাপস ভট্টাচার্জি,কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্জি জুড়ী গ্রামবাসীর সহযোগিতায় করছেন।

২২ তারিখে বিকেল ৩ টায় আল্পনা,শাখ বাজানো, মেহেদী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও সফল প্রতিভাগীদের পুরস্কৃত করা হয়।সন্ধ্যা ৭ টায় প্রবীর কুমার দাস ভজন মন্ডলী দ্বারা ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়।২৩ তারিখে সকাল ৯.৩০ টায় ১০৮ মহিলা দ্বারা ভব্য কলস যাত্রা কীর্তনের সাথে বের করা হলো।হরে কৃষ্ণ নাম,রাধা নাম ও ভগবান কৃষ্ণের জয়ধ্বনিতে পুরো জুড়ী গ্রাম ভক্তি ময় হয়ে উঠে।১২ টার সময় গীতা যজ্ঞ শুরু হলো।এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পূজা,হোম, পুষ্পাঞ্জলি,গীতা পাঠ, হরিনাম সংকীর্তন,প্রসাদ বিতরণ আদি কার্য্যক্রম হলো।ঝাঁকির সাথে গীতা যজ্ঞ এর সমাপ্তি হলো।এই উপলক্ষে সুনীল

কুমার দে,রাজকুমার সাহু,কৃষ্ণপদ মণ্ডল,কমল কান্তি ঘোষ,অশোক ভট্টাচার্য্য,সুপ্রভা ভট্টাচার্য্য,চন্দন ভট্টাচার্জি,তাপস ভট্টাচার্জি,শিবু ভট্টাচার্জি,মধুসূদন ভট্টাচার্জি,যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য,সুধাংশু শেখর মিশ্র,হরে মোহন গোপ,সুধীর গোপ,নরসিংহ গোপ,কবিতা ভট্টাচার্জি, ভীম ভট্টাচার্জি, দে,রঘুনন্দন ব্যানার্জি,সাধনা ব্যানার্জি,নারায়ণ চ্যাটার্জি,সীমা চ্যাটার্জি আদি ছাড়াও গ্রামের অনেক ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

কুস্তি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিতর্কে পদ্মশ্রী ফেরালেন বজরং পুনিয়া

কলকাতা ঃ সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে সঞ্জয় সিংকে, যিনি বিতর্কিত প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ সিংয়ের ছায়াসঙ্গী। এই ঘোষণা মানতে পারছেন না দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা। বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর কুস্তিগির সাক্ষী মালিক এই ঘটনার প্রতিবাদে অবসর ঘোষণা করেন। এবার অলিম্পিক পদকজয়ী বজরং পুনিয়া ফিরিয়ে দিলেন ভারতের অন্যতম কেন্দ্রীয় পুরস্কার পদ্মশ্রী। সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে চলতি বছর থেকে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অবস্থানে শামিল হন ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পদকপ্রাপ্ত কুস্তিগিরেরা। মহিলা শিক্ষার্থী কুস্তিগিরদের যৌন হয়রানি করেছেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং, এই অভিযোগ বেশ কিছু দিন ধরে করে আসছেন কুস্তিগির বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক প্রমুখ। তাদের টানা আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত ব্রিজভূষণ সিংকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরানো হয় ও নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যাওয়া হয়। বজরং ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিতে চান। সেই নিয়ে তিনি একটি মিডিয়া বিবৃতিও দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন, কুস্তি নির্বাচনে প্রহসন হয়েছে, আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, কিন্তু আমাদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অন্যায় চলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে বজরং লিখেছেন, আমরা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ব্রিজভূষণ সিং নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আসছি। এই নিয়ে আমরা দিল্লির রাস্তায় ধর্নাও দিয়েছিলাম। আমাদের ধর্না থেকে উঠে যেতে বলেছিল কেন্দ্র সরকার। তারা আশ্বাস দিয়েছিল দ্রুত বিষয়টির সমাধান করবেন। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গিয়েছে, কিছুই হয়নি। দেশের মহিলা কুস্তিগিররা আদৌ সুরক্ষিত নয় এই ঘটনায়। কারণ কুস্তি সংস্থার মাথায় সেই ব্রিজভূষণের লোকই চেয়ারে বসেছেন। বজরং পুনিয়া প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আরও জানিয়েছেন, গত এপ্রিল মাসে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়। তারপর সেই নিয়ে কী তদন্ত এগিয়েছে, তা নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলাও হচ্ছে না। আমরা কোনওভাবেই ওই অভিযুক্ত কর্তার প্রভাব মানব না। ব্রিজভূষণ ক্ষমতায় না থাকলেও তার লোকই বসেছে চেয়ারে, তাই সেই একই বিষয় থাকবে। এতে কোনওভাবেই কুস্তিগিররা সুরক্ষিত থাকবে না।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিল্লি আদালতের

নয়াদিল্লি ঃ ভারতে সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজস্থানে ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শিল্পপতি গৌতম আদানিকে 'পকেটমার' বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তার সেই ভাষণ নিম্নরুচির ছিল বলে জানায় দিল্লি হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিল দিল্লির উচ্চ আদালত। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি জানিয়েছেন, ৮ সপ্তাহের মধ্যে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে রাহুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা আদালতকে জানাতেও হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'পকেটমার' ছাড়াও 'অপয়া'ও বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। এ ব্যাপারে গত ২৩ নভেম্বর রাহুলকে শোকজ নোটিস দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তাকে ২৬ নভেম্বরের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নির্বাচন কমিশনের নোটিশের জবাব দেননি। এরপরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি নিয়ে আর না এগোনোয় উচ্চ আদালত তা পছন্দ করেনি। সেইজন্যই এবার নির্বাচন কমিশনকে ৮ সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

চলতি বছর ওয়ানডেতে 'টিটোয়েন্টি' খেলা ক্লাসেন ছাড়িয়ে গেছেন ডি ভিলিয়ার্স জয়াসুরিয়াদের

কলকাতা ঃ বছরটা ওয়ানডে ক্রিকেটের। সম্প্রতি শেষ হয়েছে এ সংস্করণের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ওয়ানডে বিশ্বকাপও। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে চলতি বছর ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো পরীক্ষিত ক্রিকেটাররা। আবার নিজের নামটা আলাদা করে চিনিয়েছেন শুবমান গিল, পাতুম নিশাঙ্কার মতো অপেক্ষাকৃত তরুণেরাও। গড় ও স্ট্রাইক রেটে নজর কেড়েছেন তাঁরা। তবে এ বছরে হাইনরিখ ক্লাসেন একদিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। না, ক্লাসেন চলতি বছর ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক নন। তাঁর গড়ও সবচেয়ে বেশি নয়। তাঁর চেয়ে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় এগিয়ে আছেন আরও ১৪ জন। এরপরও ক্লাসেন নিজেকে আলাদা করেছেন স্ট্রাইক রেটে।

এ বছরে ওয়ানডেতে ক্লাসেন ব্যাট করেছেন ১৪০.৬৬ স্ট্রাইক রেটে। যেটাকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও ভালো মনে করা হয়। চলতি বছরে ক্লাসেন ২২ ইনিংসে করেছেন ৯২৭ রান। ১৪০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন বলে যে গড়টা কম, তা নয়৪৬.৩৫। সর্বোচ্চ রানের তালিকায় ক্লাসেনের ওপরে থাকা ১৪ জনের কারও স্ট্রাইক রেটই ১১৩-এর বেশি নয়। ক্লাসেনের পর সর্বোচ্চ ১১৩.২৬ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ক্লাসেনের সতীর্থ এইডেন মার্করাম। ২৪ ইনিংসে ৫১.৬৫ গড়ে তাঁর রান ১০৩৩। ২০২৩ সালে ক্লাসেনের এমন স্ট্রাইক রেটের কারণ বেশ কয়েকটি অবিশ্বাস্য ইনিংস। গত সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়নে ১৩টি করে চার ও ছয়ে ৮৩ বলে ১৭৪ রান করেছিলেন ক্লাসেন। ২৫ ওভার বা এর পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংস ক্লাসেনের ১৭৪-ই। এরপর বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন ৬৭ বলে ১০৯ রান। এর পরের ম্যাচেই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছিলেন ৪৯ বলে ৯০ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস। যে কারণে মূলত ক্লাসেনের স্ট্রাইক রেট এমন চূড়ায় উঠেছে। স্পিন কিংবা পেস, সবার বিপরীতেই স্বভাবসুলভ ক্রিকেট খেলেছেন ক্লাসেন। স্পিনারদের বিপক্ষে ৩৪২ রান করেছেন ১৪১.৪১ স্ট্রাইকে রেটে। আর পেসারদের বিপক্ষে ৫৮৫ রান করেছেন ১৩৭ স্ট্রাইকে রেটে। এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ওয়ানডে না থাকায় পরিসংখ্যান পরিবর্তনের সুযোগ নেই। একটা পরিসংখ্যান দিলে ক্লাসেনের এমন স্ট্রাইক রেটের মাহাত্ম্য আরও বোঝা যাবে। এক পঞ্জিকাবর্ষে এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে কেউ রান করেননি (কমপক্ষে ৯০০ রান)। এমনকি ২০১৫ সালে অবিশ্বাস্য বছর কাটানো ডি ভিলিয়ার্সও ১৪০ স্ট্রাইক রেটে রান করতে পারেননি। তিনি রান করেছিলেন ১৩৭.৯১ স্ট্রাইক রেটে। তাঁর নামটা আলাদা করে বলার কারণ আছে। সেই বছরে ওয়ানডেতে ৪৪ বলে ১৪৯ ও ৬৬ বলে ১৬২ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ১৮ ইনিংসে ৫ শতক ও ৫ অর্ধশতকে সাবেক এই প্রোটিয়া অধিনায়ক করেছিলেন ১১৯৩ রান, গড় ৮০ ছুঁই ছুঁই। ইংল্যান্ড ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ২০১৮ সালে ওয়ানডেতে রান করেছিলেন ১১৮.২২ স্ট্রাইক রেটে। এই তালিকার পঞ্চম স্থানে থাকা সনাৎ জয়াসুরিয়া ১১৩.৫৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন ১৯৯৭ সালে। চলতি বছরটা ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মারও বিশেষ কেটেছে। এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটে রান করা ব্যাটসম্যানের তালিকায় তিনি আছেন চতুর্থ স্থানে। ২৬ ইনিংসে ৫২.২৯ গড়ে ১২৫৫ রান করা রোহিত রান তুলেছেন ১১৭.০৭ স্ট্রাইক রেটে। বছরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক গিল ব্যাট করেছেন ১০৫ স্ট্রাইক রেটে।

নেপিয়ারের জলকন্যা, তুমিও কি দেখেছ এই জয়

উৎপল শুভ্র

কলকাতা ঃ নিউজিল্যান্ড সফরে গেলে নেপিয়ারে বাংলাদেশ দলের একটাই ঠিকানা। সিনিক হোটেল টে পানিয়া। আগের তিনবারের মতো এবারও বাংলাদেশ দল সেখানেই ছিল। নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের সঙ্গেও তাই জড়িয়ে গেল এই হোটেলের নাম। অন্তত বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা অবশ্যই নেপিয়ারের ম্যাকলিন পার্কের মতো সিনিক টে পানিয়া হোটেলটাও কখনো ভুলবেন বলে মনে হয় না। নেপিয়ারে এটাই সবচেয়ে ভালো হোটেল। সিনিক শব্দের আসল অর্থের কারণে এটা হোটেলের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। এখানে 'সিনিক' কথাটা সিনিক গ্রুপের হোটেল বোঝাচ্ছে। টে পানিয়া কেন যোগ হয়েছে, এবার সেটা বলি।

হোটেলের সামনেই সাগর। সাগরপারে পানিয়ার ভাস্কর্য। মাওরি উপকথার সেই জলকন্যা, এক মাওরি গোত্রনেতার প্রেমে পড়ে যে ছেড়ে এসেছিল জলের নিচের সব স্বজনকে। সকালসন্ধ্যা সেই স্বজনেরা আকুল হয়ে ফিরে যেতে বলত পানিয়াকে। একদিন তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জলে নামল পানিয়া, আর ফেরা হলো না। জলের নিচে টেনে নিয়ে তাকে পাথর বানিয়ে রাখল ক্ষুব্ধ স্বজনেরা। হোটেলের নামটা এই পানিয়ার নামেই। টে পানিয়া।

নিছকই কল্পকথা। তা নেপিয়ার শহরের গল্পও তো কল্পকথার মতোই। ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে মাটিতে মিশে যাওয়া শহরের নতুন করে জেগে ওঠাটা কল্পকথা নয় তো কি! ছিমছাম সুন্দর নিরিবিলি শহরটাতে গেলে প্রথমেই আপনি একটু অবাক হয়ে যাবেন বাড়িগুলো সব প্রায় একই রকম দেখে। এর মূলেও ওই ভূমিকম্প। ১৯৩১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা ৪৬ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল নেপিয়ার শহরটা। ফিনিক্স পাখির মতো ছাইয়ের মধ্য থেকে আবার জেগে উঠেছে। নিজেদের মনমতো আবার তা গড়ে তোলার সুযোগও হয়েছে এতে।

যেনতেনভাবে গড়ে তোলা হয়নি। শিল্পকলা আর স্থাপত্যে তখন আর্ট ডেকোর জয়জয়কার। পুনর্জন্মের সময় নেপিয়ারও এই রীতিতে নিজেকে সাজিয়ে তোলার সুযোগটা নিয়েছে। আর্ট ডেকো বিশ্বের আরও অনেক শহরকেই প্রভাবিত করেছে। তবে নেপিয়ারের মতো তা এত সর্বব্যাপী হয়নি কোথাও। সুযোগটা দিয়েছে ওই ভূমিকম্পই। ধ্বংস হয়ে গেছে যেখানে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। নেপিয়ার তাই নিজেকে দাবি করে 'আর্ট ডেকো ক্যাপিটাল' বলে। সেই দাবি সবাই মোটামুটি মেনেও নিয়েছে।

নেপিয়ারে আমি গিয়েছি দুবার। ২০০৭ সালে প্রথম, ২০১০ সালে সর্বশেষ। ২০১৯ সালেও যাওয়ার কথা ছিল। সেই নিউজিল্যান্ড সফরে বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডেটা খেলেছিল এই শহরেই। ক্রাইস্টচার্চ-নেপিয়ার রিটার্ন ফ্লাইটের টিকিট কেটে ফেলেছিলাম। টে পানিয়ায় রুম বুকিংও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ট্যুরে রওনা হওয়ার আগে শরীরটা একটু বেগড়বাই করতে শুরু করায় শেষ মুহূর্তে নেপিয়ার ওয়ানডেটা বাদ

দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। নেপিয়ারে তো আর সরাসরি যাওয়ার উপায় নেই।

অকল্যান্ড বা ক্রাইস্টচার্চে নেমে সেখান থেকে ডমেস্টিক ফ্লাইট ধরতে হবে। এত লম্বা ফ্লাইট ধরে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছেই নেপিয়ার যাওয়া-আসার বাড়তি দুটি ফ্লাইটের ধকল নেওয়ার সাহস হয়নি।

একটু আফসোসও যে হয়নি, তা নয়। সাগরপারের যেকোনো শহরই আমার খুব পছন্দ। নেপিয়ারকেও তাই প্রথম দর্শনেই পছন্দ করে ফেলেছিলাম। আবার যেতে পারলে ভালোই লাগত। টে পানিয়া হোটেলটাতে আরেকবার থাকতে না পারার দুঃখটাও যোগ হয়েছিল এর সঙ্গে। যত না হোটেল, তার চেয়ে বেশি মিস করছিলাম পানিয়াকে। আহা, আর বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! নিষ্প্রাণ ভাস্কর্যই তো, কিন্তু ওই মাওরি উপকথাটা শোনার পর থেকেই পানিয়ার সেই ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ালে সেটিকে আমার জীবন্তই মনে হতো। আহা রে, প্রেমের কারণে বেচারিকে পাথর হয়ে যেতে হলো!

সাগরতলে পানিয়াকে যে পাথর বানিয়ে রাখা হয়েছে, সেটিও এমন সুন্দর কি না, তা তো আর জানি না। তবে মাটির পানিয়া খুব সুন্দর। তাকে রাখাও হয়েছে খুব যত্ন করে। চারপাশে ফুলের গাছ, সাগরপাড়ের বালুতে বিলীন হয়ে যাওয়ার আগে সবুজ ঘাস যেন গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। পাশের রাস্তায় একটু পরপর হুস হুস করে চলে যাওয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া চারপাশ যেন 'মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর'। সেই চাদরে ভাঁজে ভাঁজে হয়তো পানিয়ার নিশ্বাসেরই ছোঁয়া আর ভালোবাসার আদর। ভোরে উঠে নেপিয়ারের খেলা দেখতে দেখতেই মনটা নেপিয়ারে চলে গিয়েছিল। পানিয়ার কথাও তো মনে পড়ছে। আরও অনেক টুকরো-টাকরা স্মৃতি মিলে তা একটা কোলাজ বানিয়ে ফেলছে। বাংলাদেশ জেতার পর তো আরও বেশি। মনে পড়ছে আল-শাহরিয়ার রোকনের কথাও। নেপিয়ারে বাংলাদেশের খেলা থাকলেই অবধারিতভাবেই ছুটে আসেন রোকন। অনেক বছর ধরেই নেপিয়ার থেকে একটু দূরের এক শহরতলিতে বাস ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ানের। ১৯৯৭ সালে রোকনের সেই সেঞ্চুরি ছিল এই নিউজিল্যান্ডেই। নিয়তির কী খেলা, বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রাখা সেই সেঞ্চুরির দেশই কিনা হয়ে গেল তাঁর নতুন ঠিকানা! ভূমিকম্পে নেপিয়ার শহরটির মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার কথা তো আগেই লিখেছি। তবে শুধু এটুকু লিখলে ভূমিকম্প যে নেপিয়ারকে কিছু দিয়েছেও, তা ভুলে যাওয়া হয়। ওই ভূমিকম্পেই ৪০ বর্গকিলোমিটার বড় হয়ে যায় নেপিয়ারের আয়তন! সমুদ্রের তলদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ মিটার ওপরে উঠে গিয়ে আগের চেয়ে বড় করে দেয় নেপিয়ারকে। নেপিয়ার এয়ারপোর্টটাও তো ভূমিকম্পের কাছ থেকে উপহার পাওয়া ভূমিতে। এর আগে এখানে শুধু 'পোর্ট'ই ছিল, 'এয়ার'টা যোগ হয়েছে ভূমিকম্পের পর। যে দুবার নেপিয়ারে গিয়েছি, টে পানিয়া হোটেলে ছিলাম একবারই। আরেকবার এই হোটেলে রুম না পেয়ে ছোট্ট একটা মোটেলে। সেই মোটেলের একটা মজার ঘটনা বলে লেখাটা শেষ করি। ছোট্ট মোটেলের ছোট্ট রিসেপশন। সামনে ডেস্কে অনেকগুলো কলম। তার একটা হাতে নিয়ে বললাম, 'এটা কি আমি নিতে পারি?'

তরুণ রিসেপশনিস্ট হেসে বললেন, 'অবশ্যই পারো। তবে নেওয়ার আগে একটু ভালো করে দেখে নেওয়া ভালো না?' কলম আবার ভালো করে দেখার কী আছে! একটু অবাক হয়েই তাই কলমটা চোখের সামনে তুলে আনলাম। গায়ে কী সব যেন লেখা! যা পড়ার পর চোখ ছানাবড়া হয়ে যাওয়া বলতে যে একটা কথা আছে, তাই হয়ে গেল। কী লেখা, জানেন? 'আই হ্যাভ স্টোলেন দিস পেন ফ্রম...মোটেল'। মানে 'এই কলমটা আমিমোটেল থেকে চুরি করেছি'। কী সুন্দর স্বীকারোক্তি! মোটেলের নামটা ভুলে গেছি বলে জায়গাটা ফাঁকা রেখেছি। তবে ওই কলম নেওয়ার অর্থটা কী, তা বুঝতে তো আর সমস্যা হচ্ছে না। এই কলম নিয়ে ঘোরা মানে নিজেকে 'চোর' বলে ঘোষণা দেওয়া। রিসেপশনিস্ট হাসছেন, আমিও হাসছি। একটা কলম নিতে চেয়েছিলাম, আমি নিলাম দুইটা। এমন মজার একটা জিনিস, কলম চুরি ঠেকানোর বুদ্ধিও বলতে পারেন, এটা তো স্যুভেনির হিসেবে রেখে দেওয়ার মতো।

অনেক দিনই তা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। তারপর কখন যেন হারিয়ে গেছে। আমার মতোই জিনিসটাতে মজা পেয়ে কেউ চুরিই করেছে কি না, কে জানে! করে থাকলে একটাই আফসোস! চুরিটা কোত্থেকে হয়েছে, এই তথ্যটাতে তো ভুল থেকে গেল!

অতিরিক্ত নুন খেলে কী হয়? অতিরিক্ত নুন খাওয়া কমাবেন কীভাবে?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ নুন সাধারণত খাবারের স্বাদ বর্ধক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। একই সাথে খাবার সংরক্ষণেও এর ব্যবহার রয়েছে। কারণ নুন থাকলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে না।

কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন, অতিরিক্ত নুন খাওয়ার কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। কারণ নুণের একটি উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম। যেটি অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করলে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

খাবার নুন হিসেবে আমরা যে নুন খাই সেটি মূলত সোডিয়াম ক্লোরাইড। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ সোডিয়াম এবং বাকি ৬০ শতাংশ ক্লোরাইড থাকে। আমরা যে পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণ করি তার বেশিরভাগই আসে খাবার নুন থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় সব মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ করে থাকে। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষ দিনে প্রায় ৪৩১০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। যা ডাব্লিউএইচও নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

সংস্থাটির সোডিয়াম গ্রহণের নির্ধারিত মাত্রা হচ্ছে, দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের কম সোডিয়াম গ্রহণ করা যা প্রায় ৫ গ্রাম নুণের সমান।

সোডিয়াম দরকারি?

নুণের একটি উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, কোষের প্লাজমা ঠিক রাখতে, দেহের ক্ষারের মাত্রার ভারসাম্য রক্ষায়, স্নায়ুর সঞ্চালন এবং কোষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই উপাদানটি দরকারি।

তবে অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

সাধারণত প্রাকৃতিক কিছু খাবার যেমন দুধ, মাংস এবং খোলসযুক্ত মাছ যেমন চিংড়ি, ঝিনুক ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। তবে প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত পরিমাণে সোডিয়াম থাকে।

কী পরিমাণ নুন খাওয়া যাবে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম বা ৫ গ্রামের কম নুন খাওয়া উচিত। ২-১৫ বছর বয়সীদের জন্য এই মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কমিয়ে আনতে হবে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ১৪ বছরের বেশি বয়সী এবং গর্ভবতী নারীরা প্রতিদিন ১৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করতে পারে।

যে নুনই খাওয়া হোক না কেন সেটি অবশ্যই আয়োডিন যুক্ত হতে হবে। কারণ এটি শিশুদের মস্তিষ্কের গঠনে ভূমিকা রাখে এবং বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস এর তথ্য অনুযায়ী, বয়স্কদের প্রতিদিন ৬ গ্রামের বেশি নুন খাওয়া ঠিক নয়। এটা প্রায় সমান করে ভরা এক চা চামচের মতো। আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই সেগুলোতেই এই মাত্রায় নুন দেয়া থাকে।

নুন খাওয়ার পরিমাণ বয়স ভেদে ভিন্ন। এনএইচএস এর তথ্য অনুযায়ী, ১১ বছর বা এর চেয়ে বেশি বয়স্করা দিনে সর্বোচ্চ ৬ গ্রাম, ৭-১০ বছর বয়সীরা ৫ গ্রাম, ৪-৬ বছর বয়সীরা ৩গ্রাম, ১-৩ বছর বয়সীরা ২গ্রাম এবং এক বছরের কম বয়সীরা দিনে এক গ্রামের কম নুন খেতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, শিশুদের নুন খাওয়া ঠিক নয় কারণ তাদের কিডনি পুনর্গঠিত থাকে না বিধায় তারা নুন হজম ও শোষণ করতে পারে না।

পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, একজন মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রামের বেশি নুন খাওয়া যাবে না।

প্রতিদিনের খাবার যেমন তরকারি থেকে এই পরিমাণ নুন মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে থাকে।

এর বাইরে প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ার কারণে অতিরিক্ত নুন গ্রহণ করা হচ্ছে।

বেশি নুন খেলে কী হয়?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অতিরিক্ত সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে উচ্চ রক্তচাপ বাড়ে। এছাড়া হৃদরোগ, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, স্থূলতা, অস্টিওপরোসিস বা হাড় ক্ষয়, মেনিয়ার ডিজিজ নামে এক ধরনের কানের রোগ, এবং কিডনি রোগ দেখা দিতে পারে।

সংস্থাটি বলছে, প্রতি বছর বিশ্বে ১৮ লাখ ৯০ হাজার মৃত্যুর জন্য অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ দায়ী। কেননা অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এনএইচএস বলছে, অতিরিক্ত নুন খেলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। যার কারণে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মানবদেহে স্নায়ুতে সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখা, মাংসপেশি সংকোচন ও শিথিল করতে এবং দেহে পানি ও খনিজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অল্প পরিমাণ সোডিয়াম দরকার। এই কাজগুলো ঠিকঠাক রাখতে আমাদের দৈনিক ৫০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম দরকার।

তবে খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া এর কারণে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এমনকি হাড় থেকেও ক্যালসিয়াম শুষে নিতে পারে সোডিয়াম।

পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার নুন দরকারি এবং অবশ্যই এটা আয়োডিন যুক্ত হতে হবে।

তবে মানুষের জীবনে ব্যস্ততা বাড়ার কারণে এখন অনেকেই প্রক্রিয়াজাত খাবার খেয়ে থাকেন যেগুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণ নুন থাকে। আর অতিরিক্ত নুন দেহের জন্য ক্ষতিকর কারণ এতে সোডিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে।

এর কারণে আমাদের যেকোন ডিজিজগুলো(রোগ) খুব দ্রুত গ্রো(সংক্রমিত) করছে। এরমধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ। এছাড়া সংক্রামক নয় এমন রোগ যেমন ডায়াবেটিস ইত্যাদি বাড়ছে, বলেন মিজ তাসনিম।

তিনি বলেন, তার মানে এই নয় যে খাবারে নুন একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। নুন না খেলেও আবার এর ঘাটতি দেখা দিতে পারে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার নুন খেলেও সেটা যাতে আয়োডিন যুক্ত হয় সেটি মাথায় রাখতে হবে।

যদি নুন বেশি খাওয়া হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে হার্ট ও কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে যারা কিডনি রোগে ভুগছেন, নিয়মিত ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে এমন রোগীদের জন্য সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ফসফেট রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

এগুলো ক্রিয়েটিনিন(রক্তের একটি উপাদান যার স্বাভাবিক মাত্রা ১.৮ থেকে ১.৯) লেভেলকে ইনক্রিজ করে ফেলছে, কিডনি ড্যামেজ করে ফেলছে এবং যাদের ব্লাড প্রেশার আছে তাদের জন্য এটা হার্মফুল।

মিজ তাসনিম বলেন, যাদের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ আছে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নেই, তাদের কিডনি সম্পর্কিত জটিলতা না থাকলেও সোডিয়াম ও পটাসিয়াম বেশি থাকলে ক্রিয়েটিনিন লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

তিনি বলেন, হার্টের রোগের মধ্যে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। এরপর কোলেস্টেরল বাড়ছে এবং এরপর আমাদের হার্টের অ্যাটাক, স্ট্রোক হচ্ছে।

কোন খাবারে নুন বেশি থাকে?

মানুষ নিজের অজান্তেই বেশি নুন খেয়ে ফেলে যা আসলে নিয়ন্ত্রণে আনাটা দরকার। আমরা যে পরিমাণ নুন খায় তার তিন চতুর্থাংশ আসে প্যাকেটজাত বিভিন্ন খাবার যেগুলো আমরা কিনে খাই তা থেকে। যেমন বিভিন্ন রকমের রুটি, সকালের নাস্তার সিরিয়াল, মাংসজাত পণ্য এবং প্রস্তুতকৃত খাবার থেকে। যদিও এসব খাবার খাওয়ার সময় নুনাক্ত মনে হয় না।

এছাড়া রেস্তোরা বা ক্যাফের খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের ফাস্টফুডেও প্রচুর পরিমাণ নুন থাকে।

যেসব খাবার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার তার মধ্যে রয়েছে সসেজ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, পেস্ট্রি, পিজ্জা, পনির, চিপস ও নুন বা মশলা দেয়া বাদাম, বিভিন্ন ধরনের সস, কেচাপ ও সয়াসস। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে নুন দেয়া থাকে।

সাধারণত প্রক্রিয়াজাত নয় এমন খাবার যেমন ফলমূল, শাকসবজি, শস্যদানা, বাদাম, মাংস এবং দুগ্ধজাত খাবারে প্রাকৃতিকভাবেই কম সোডিয়াম থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র বা সিডিসি এর তথ্য অনুযায়ী, আমাদের খাবারে যে ১০টি খাবারে সর্বোচ্চ পরিমাণ সোডিয়াম থাকে সেগুলো হচ্ছে রুটি বা রোল, পিজ্জা, স্যান্ডউইচ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, সুপ, বিভিন্ন ধরণের চিপস যেমন পপকর্ন, কুকিজ বা ক্র্যাকার্স, মুরগি, পনির, ডিম এবং অমলেট।

কোন কোন খাবারে বেশি নুন থাকে এমন প্রশ্নের উত্তরে পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, প্যাকেট ফুড বা প্রসেসড ফুড যেমন আমরা সস, সয়াসস, ফিশসস, টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করছি প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে, ফ্রায়েড আইটেম বা বাদাম বা যেকোনো কিছু সল্টেড, ক্যানড ফুড যেগুলোকে বলি।

নুন খাওয়া কমাতে যা করবেন

পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, নুন খাওয়া কমাতে হলে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা খাবার খাওয়া একেবারেই বাদ দিতে হবে। বাসায় রান্না করা খাবার খেতে হবে। সেখানে সে চাইলে লবণের ব্যবহার কমিয়ে আনতে পারে।

এছাড়া যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কিছু পরামর্শের কথা বলে। এগুলো হচ্ছে

প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া বাদ দিন। এর পরিবর্তে সতেজ খাবার খান।

নুন খাওয়া কমাতে চাইলে প্রথমে খাবার টেবিল থেকে নুন সরিয়ে ফেলুন।

নুণের পরিবর্তে খাবারে ফ্লেভার বাড়াতে বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন কালো গোলমরিচ, রসুন, লংকা বা লেবুর রস।

রান্না ও খাওয়ার সময় কতটুকু নুন ব্যবহার করবেন তার একটি সীমা ঠিক করুন। নুন দেয়ার আগে খাবারটি একটু টেস্ট করুন বা স্বাদ নিয়ে দেখুন, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী নুন ব্যবহার করুন।

প্রক্রিয়াজাত খাবার কেনার সময় প্যাকেটের গায়ে চেক করে দেখুন যে সেখানে কী পরিমাণ নুন দেয়া আছে। কম নুন সমৃদ্ধ খাবার কেনার চেষ্টা করুন।

কম নুন রয়েছে এমন প্রস্তুতকৃত খাবার ও সস কিনুন। যেমন কম নুন দেয়া সয়াসস। বেশি নুনযুক্ত সয়াসস, কেচাপ, সরিষার সস মেয়োনিজ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

বেশি নুন দেয়া খাবার কম করে খান। যেমন নোনা মাংস বা নোনা মাছ, পনির, অলিভ এবং আচার।

পাউরুটি বা চিপসের পরিবর্তে স্বাস্থ্য সম্মত নাস্তা খান যেমন চালের রুটি, ফলমূল, শাকসবজি বা নুন ছাড়া বাদাম।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ফলমূল, শাকসবজি বেশি করে থাকতে হবে। বিশেষ করে সাইট্রাস ফ্রুট বা টক জাতীয় খাবারে পটাসিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে। তাদের মতে, এ ধরনের খাবার হার্টের রোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।

টুকরো খবর

উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্রপরীক্ষা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ এই সপ্তাহে উত্তর কোরিয়া হোয়াসং এইটিন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। এতে মনে হচ্ছে দেশটি শীঘ্রই একটি পারমাণবিক সক্ষম আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পেতে যাচ্ছে যা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো অংশে আঘাত হানতে সক্ষম হবে। বিশ্লেষকরা একথা জানান। বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র পরিচালিত কেসিএনএ জানিয়েছে, দেশটির নেতা কিম জং উন বলেন, সোমবারের সবচেয়ে শক্তিশালী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা দেশের পারমাণবিক কৌশলগত শক্তির নির্ভরযোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। তিনি আরও বলেন, উস্কানি দিলে পিয়ংইয়ং পাল্টা আঘাত করতে দ্বিধা করবে না। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের বি বি ওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ও জাপানের যুদ্ধবিমান দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু দ্বীপের নিকটে যৌথ বিমান মহড়া পরিচালনা করেছে। এই মহড়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) পরীক্ষার প্রতিক্রিয়ায় শক্তি প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করেন। এটি ছিল পিয়ংইয়ং-এর ২০২৩ সালের পঞ্চম আইসিবিএম পরীক্ষা এবং এপ্রিল ও জুলাইয়ের পরীক্ষার পর তৃতীয়বার হোয়াসং এইটিন নিক্ষেপ। এই ক্ষেপণাস্ত্রকে কিম সবচেয়ে শক্তিশালী বলে প্রশংসা করেছে। এটি সর্বোচ্চ ছয় হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং এক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে। বিশ্লেষকরা বলেন, এটি একটি পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে সক্ষম এবং যদি এটি স্বাভাবিক গতিপথে নিক্ষেপ করা হয় তবে এটির ব্যাপ্তি পনেরো হাজার কিলোমিটারের বেশি হতে পারে যা যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো অংশে আঘাত করার জন্য যথেষ্ট। ওবামা প্রশাসনের সময় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিষয়ক হোয়াইট হাউসের সাবেক সমন্বয়কারী গ্যারি সামোর বলেন, তিনি এই সপ্তাহের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে আংশিকভাবে ওয়াশিংটন ও সোওলের মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা দৃঢ় করার প্রতিবাদে রাজনৈতিক সংকেত হিসেবে দেখছেন। ১৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পারমাণবিক পরামর্শদাতা গ্রুপের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র সোওলকে রক্ষা করতে পারমাণবিক অস্ত্রসহ তাদের হার্ডওয়্যারের সম্পূর্ণ ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

কাশ্মীরে পুলিশ রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশিদের আটক করছে

কলকাতা ঃ কাশ্মীরে পুলিশ পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গ্রেফতার বা আটক করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে বহু রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাদের এদেশী স্বামীস্ত্রী। গত তিন দিন ধরে কথিত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় চালানো হয়েছে উপত্যকায়। স্থানীয় প্রশাসন এর আগে মিয়ানমার ও বাংলাদেশসহ বিদেশী অভিবাসীদের সুবিধা করে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা আনন্দ জৈন বলেন, বিভিন্ন থানায় অবৈধ অভিবাসী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রায় এক ডজন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নুসরত বেগম (নাম পরিবর্তিত) একজন রোহিঙ্গা শরণার্থী। ভারতীয় কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার এক বাসিন্দাকে তিনি বিয়ে করেন। পুলিশ নুসরতকে আগে গ্রেফতার করেছিল, তবে এখন তিনি জামিনে মুক্ত। তিনি ভিওএকে বলেন, আমার বাবামা, ভাইবোন ও আমি নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে বাস করেছি। নির্যাতন থেকে বাঁচতে আমরা কয়েক বছর আগে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। তিনি আরও জানান, জম্মুর কাছে এক বস্তি এলাকায় আমরা যদিও দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছি, তবে যখন পুঞ্চের ওই ব্যক্তিকে বিয়ে করেছিলাম তখন যেন আশার ডানায় ভর করেছিলাম। তবে তার স্বপ্ন আবার চুরমার হয়ে গেছে। নুসরত এখন চান যে, তার ঘটনাকে আইনের দৃষ্টিতে না দেখে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখুক কর্তৃপক্ষ। ২০২১ সালের মার্চে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রথমবার পুলিশি ধরপাকড়ের আগে জম্মু ও সাম্বা জেলার অসংখ্য শিবির ও বস্তিতে ১৩,৭০০ জন বিদেশী বাস করত যাদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা মুসলিম। বছরের পর বছর তারা দিনমজুর বা ছোটখাটো কাজ করে জীবনযাপন করেছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
24:12:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

রাজনীতিতে উত্তরাধিকার বা পরিবারতন্ত্র কী আরো বিস্তৃত হলো

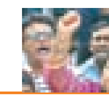

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবারতন্ত্র পুরনো বিষয় হলেও এবারের সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এটি আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে গত পনের বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগে এবার নতুন করে যারা মনোনয়ন পেয়েছেন তাদের অনেকেই দলটির পুরনো নেতাদের ছেলে বা মেয়ে। তাদের কেউ বাবার মৃত্যুর কারণে আবার কেউ বাবার অসুস্থতা বা বার্ধক্যজনিত নিষ্ক্রিয়তার কারণে রাজনীতিতে এসেছেন। এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিও মনোনয়নের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় প্রয়াত কিংবা বয়োবৃদ্ধ নেতাদের সন্তানদের বেছে নিয়েছিলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলছেন, দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকা এবং দেশে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া না থাকার কারণেই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পরিবারতন্ত্র প্রকট আকার ধারণ করছে।

মানবপাচারের সন্দেহে ভারতীয় তিনশো যাত্রীসহ বিমান আটক ফ্রান্সে

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ একটা গোটা বিমান ভাড়া করে তিনশোরও বেশি ভারতীয়কে পাচার করার জন্য নিকারগুয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে সন্দেহ হওয়ায় যাত্রীসহ বিমানটিকে আটক করা হয়েছে ফ্রান্সে। ওই বিমানের দুজনকে হেপাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ফরাসি সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, ওই বিমানটিতে মানব পাচার করা হচ্ছিল, এরকম সন্দেহ করেই বিমানটিকে আটক করা হয়েছে প্যারিস থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরের ভেট্রি বিমানবন্দরে।

নিরাপত্তা কর্মীরা বিমানটি থেকে দুইজনকে হেফাজতে নিয়েছেন আর তার পরেই পুরো বিমানবন্দরই সিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিমানটিতে করে ওই ভারতীয় নাগরিকদের কেন নিকারাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফরাসি সংবাদপত্র 'ল্য মঁদ' লিখেছে যে ওই বিমানবন্দরে জ্বালানি ভরার জন্য থেমেছিল বিমানটি। তারপরেই গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে বিমানযাত্রীরা মানব পাচারের শিকার হয়ে থাকতে পারেন। তখনই কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে আটকিয়ে দেন।

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়েছে, কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন, যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডায় অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করার জন্য যাত্রীরা মধ্য আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

ফ্রান্সে ভারতীয় দূতাবাস ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে।

দূতাবাসের তরফ থেকে একটি বার্তায় জানানো হয়েছে, দুবাই থেকে নিকারাগুয়ার দিকে যাওয়া বিমানটিতে মূলত ভারতীয় বংশোদ্ভূত যাত্রীরা আছেন।

মার্ন অঞ্চলের ভেট্রি বিমানবন্দরে যান্ত্রিক কারণে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। দূতাবাস থেকে একটি দল সেখানে পৌঁছেছে এবং যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কন্সুলার অ্যাক্সেস পাওয়া গেছে। দূতাবাস বিষয়টি তদন্ত করছে, এক্স হ্যান্ডেলে (আগেকার টুইটার) জানিয়েছে ফ্রান্সের ভারতীয় দূতাবাস।

বিমান সংস্থা বলছে তারা নির্দোষ

যে বিমানটিকে আটক করা হয়েছে, সেটি রোমানিয়ার সংস্থা লিজেন্ড এয়ারলাইন্স থেকে ভাড়া নেওয়া। বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের ওয়েব সাইট 'ফ্লাইটরাডার' থেকে জানা যাচ্ছে যে লিজেন্ড এয়ারের মাত্র চারটি বিমান আছে।

নিজেকে ওই সংস্থাটির আইনজীবী পরিচয় দিয়ে লিলিয়ানা বাকায়োকো এক ফরাসি সংবাদ চ্যানেলকে জানিয়েছেন যে ওই সংস্থাটি ফরাসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

তিনি সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন যে গোটা ঘটনায় ওই সংস্থাটির কোনও ত্রুটি নেই । তবে তাদের বিরুদ্ধে যদি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়, তবে লিজেন্ড এয়ারলাইন্স আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

কতদিন আটক রাখা যায় ফ্রান্সে?

এএফপির খবরে ওই আইনজীবীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, একজন গ্রাহক, যার নাম তিনি বলতে রাজী হন নি, তিনি বিমানটি ভাড়া করেছিলেন এবং প্রত্যেক যাত্রীর পরিচয়পত্র যাচাই করার দায়িত্ব তারই ছিল। বিমানটি রওনা হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে যাত্রীদের তথ্য এয়ারলাইন্সকে জানিয়ে দেন ওই গ্রাহক।

মিজ. বাকায়োকো আশা প্রকাশ করেন যে বিমানটি কয়েক দিনের মধ্যেই উড়ে যেতে পারবে।কোনও বিদেশি নাগরিক ফ্রান্সে অবতরণ করলে এবং তাদের নির্ধারিত গন্তব্যে যেতে বাধা দেওয়া হলে সীমান্ত পুলিশ সেই ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে চার দিন পর্যন্ত আটক রাখতে পারে।

বিচারকের অনুমোদন সাপেক্ষে ফরাসি আইন অনুযায়ী ওই সময়সীমা আট দিন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে, তারপর ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে আরও আট দিন এবং সর্বোচ্চ ২৬ দিন পর্যন্ত কোনও বিদেশি নাগরিককে আটক রাখা যায়।

তদন্তে ফ্রান্সের বিশেষ অপরাধ দমন শাখা

'ল্য মঁদ' জানিয়েছে ফ্রান্সের জাতীয় সংগঠিত অপরাধ দমন সংস্থার অধীন 'জুনালকো' বিভাগ এই বিষয়ের তদন্ত ভার হাতে নিয়েছে।

জুনালকোর কর্মকর্তারা বিমানটির প্রত্যেক যাত্রীকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেছেন। দুজনকে বিমান থেকে নামিয়ে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

ফরাসি কর্মকর্তারা বলছেন বিমানটি ফ্রান্সে নামার পরে প্রথমে যাত্রীদের নামতে দেওয়া হয় নি।

কিন্তু শুক্রবার রাতে ভেট্রি বিমানবন্দরের মূল টার্মিনাল ভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুরো বিমানবন্দরটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

ইউরোপ, আমেরিকায় কড়া হচ্ছে অভিবাসন আইন

ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি তাদের অভিবাসন আইন যথেষ্ট কড়া করতে শুরু করেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা, ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে এবং আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে বহু মানুষ বেআইনি পথে ইউরোপ আমেরিকায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

এঁদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এর ফলে মানব পাচারকারীদের সক্রিয়তাও বেড়েছে। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা মানব পাচারকারীদের এই চক্র বেআইনি পথে ইউরোপ আমেরিকায় মানুষকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজ করে থাকে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশই বিদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে শুরু করেছে। যেমন যুক্তরাজ্য জানিয়েছে যে ভবিষ্যতে পরিবারের কোনও সদস্যকে অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসতে হলে বার্ষিক রোজগার কমপক্ষে ৩৮,৭০০ পাউন্ড হতেই হবে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক জানিয়েছেন যে এই নিয়ম ২০২৫ সালের গোড়া থেকে চালু হয়ে যাবে।

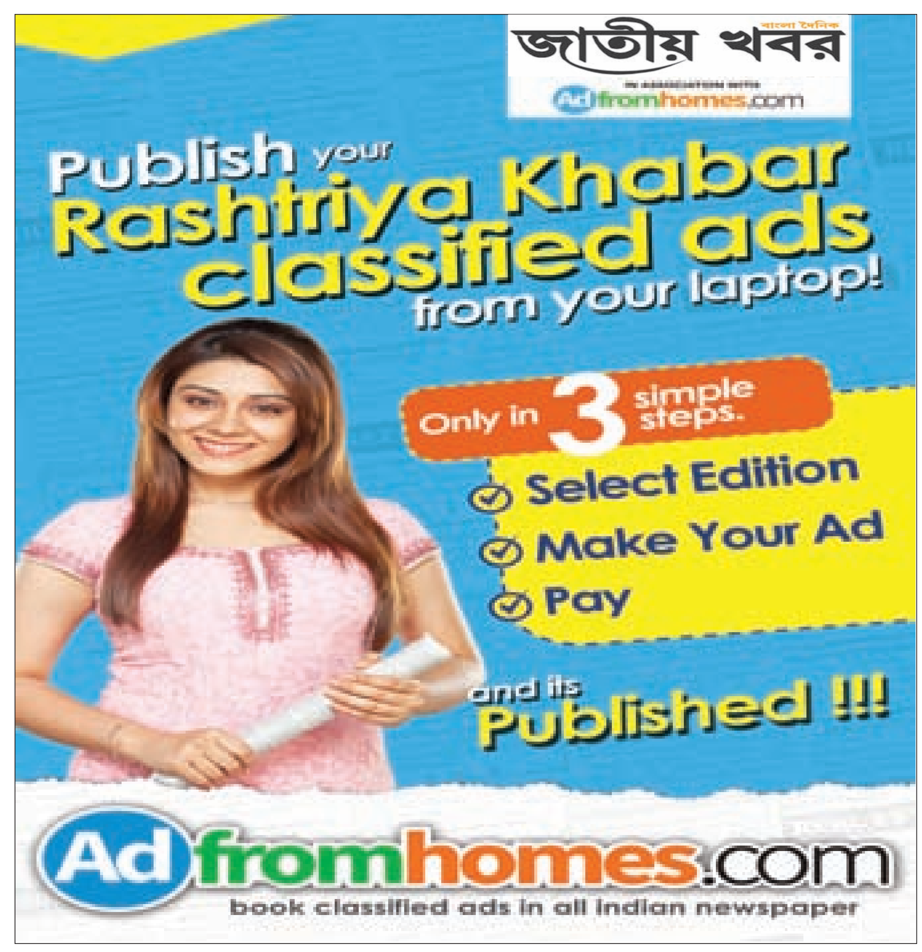

গাজায় ইসরাইলি অভিযানকে ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ঘটনা বলে বর্ণনা করছেন বিশেষজ্ঞরা

নিউ ইয়র্ক ঃ বিশেষজ্ঞরা বলছেন গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযান এখন ইতিহাসের সব চেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার অন্যতম হয়ে উঠেছে। মাত্র দু মাসের সামান্য বেশি সময়ে এই আক্রমণ যতখানি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সিরিয়ার আলেপ্পো, ইউক্রেনের মারিউপল কিংবা সেই অনুপাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির উপর মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণকে ছাড়িয়ে গেছে।

ইসলামিক স্টেট গ্রুপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের তিন বছর ব্যাপী অভিযানে যত বেসামরিক লোক প্রাণ হারিয়েছে, ইসরাইলের আক্রমণে নিহত হয়েছে তার চেয়েও বেশি আসামরিক মানুষ।

ইসরাইলিরা গাজায় কী ধরণের বোমা এবং গোলন্দাজ ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী কিছুই জানায়নি। কিন্তু ঘটনাস্থলে বিস্ফোরকের টুকরো এবং আক্রমণের ফুটেজ বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে ঐ অবরুদ্ধ ছিঁটমহলে নিক্ষিপ্ত বোমার বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।

তারা বলছেন এই সব অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৯০০ কিলোগ্রাম ওজনের বাংকার বাস্টার বোমা। আর এর ফলে বিপুল জনঅধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শত শত লোক নিহত হয়েছে।

গাজায় নিহতদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অস্ত্র বিরতির আহ্বান জানাচ্ছে । ইসরাইল এই চাপ অব্যাহত রেখে সামনে এগিয়ে যেতে চায়।

তারা বলছে জঙ্গি গোষ্ঠীটির ৭ অক্টোবর সীমান্ত পেরিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর প্রতিক্রিয়ায় তারা হামাসের সামরিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে চায়। সাত অক্টোবরের ঐ ঘটনায় যুদ্ধের সুত্রপাত, যাতে হামাস ১২০০ লোককে হত্যা করে এবং আরো ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়।

গাজার নুসেইরাত উদ্বাস্তু শিবিরে শক্তিশালী বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখছে ক্যাম্পের বাসিন্দারা।

গাজার নুসেইরাত উদ্বাস্তু শিবিরে শক্তিশালী বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখছে ক্যাম্পের বাসিন্দারা।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

বাইডেন প্রশাসন নীরবেই ইসরাইলের কাছে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে । তবে গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন যে ইসরাইল, তাঁর কথায়, নির্বিশেষে বোমা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বৈধতা হারাচ্ছে।

গাজায় ইসরাইলের অভিযান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে ঃ

গাজায় ধ্বংসের পরিমাণ কত ?

যুদ্ধের সময়ে এলাকাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে বিশেষজ্ঞ দুটি প্রতিষ্ঠান ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যামন ভ্যান ডেন হক এবং কিউনি গ্র্যাজুয়েট সেন্টারের কোরি শের'এর কপারনিকাস সেন্টিনেল ˉওয়ানের স্যাটেলাইট উপাত্ত অনুযায়ী, ইসরাইলের আক্রমণে গাজার উত্তরাঞ্চলে ভবনগুলির দুই তুতীয়াংশেরও বেশী ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এবং দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস এলাকায় এক চতুর্থাংশ ভবন ধ্বসে পড়েছে। তারা বলেন খান ইউনিস এলাকায় বিধ্বস্ত ভবনের শতকরা হার, মাত্র প্রথম দু সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলের আক্রমণের প্রায় দ্বিগুণ।

আর এই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার ঘর বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, মসজিদ ও দোকানপাট। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকরা বলছেন গাজা জুড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ স্কুল ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত ৫৬টি স্কুল বাস্তুচ্যুত লোকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

ইসরাইলের আক্রমণে ১১০ টি মসজিদ ও তিনটি গীর্জা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন।

A picture taken in southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 15, 2023, shows destruction in northern Gaza resulting from weeks of Israeli bombardment of the Palestinian territory amid ongoing battles with the Hamas militant group.

ইসরাইলি বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত গাজার এক অংশ। ছবি ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ সালে দক্ষিণ ইসরাইল থেকে তোলা।

বেসামরিক লোকজনের মৃত্যুর জন্য ইসরাইল হামাসকে দায়ী করেছে । ইসরাইল বলছে বেসামরিক অবকাঠামোর মধ্যে হামাস জঙ্গিদের ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঐ সব স্থানে বহু ফিলিস্তিনিও আশ্রয় নেন, যারা নিরাপদ স্থানে সরে যাবার ইসরাইলের নির্দেশে সেদিকে পালিয়ে গেছে।

শের বলেন, গাজা এখন এক ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র তৈরিতে ভ্যান ডেন হোয়েকের সঙ্গে কাজ করেছেন শের।

ঐতিহাসিক ভাবে এই ধ্বংসযজ্ঞের স্থান কোথায় ?

কোন কোন হিসেবে গাজার ধ্বংসযজ্ঞ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বোমা বর্ষণকেও ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসবিদ রবার্ট পেইপ বলেন ১৯৪২ˉ৪৫ সাল পর্যন্ত মিত্রবাহিনী ৫১টি প্রধান জার্মান শহরগুলিতে আক্রমণ চালায় যাতে তাদের শহুরে এলাকার ৪০ˉ৫০ ধ্বংসে পরিণত হয়। পেইপ বলেন এই সংখ্য হচ্ছে গোটা জার্মানির ১০ ভবন আর এর তূলনায় মাত্র ১৪০ বর্গ মাইল এলাকার বিপুল সংখ্যাধিক্যের শহর গাজায় বিধ্বস্ত হয়েছে ৩৩ 'এরও বেশি ভবন।

পেইপ বলেন, গাজা হচ্ছে ইতিহাসে বেসামরিক লোকদের সব চেয়ে মারাত্মক শাস্তির অভিযান। আর এটাই সব চেয়ে ধ্বংসাত্মক বোমা অভিযানের কোয়ারটাইলের শীর্ষে রয়েছে।

ইরাকের শহর মোসুল থেকে ২০১৭ সালে ইসলামিক স্টেট গ্রুপকে বিতাড়িত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অভিযান কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সব চেয়ে প্রচন্ড আক্রমণ বলে বিবেচনা করা হতো।

সেই সময়ে অ্যাসোসিয়েটড প্রেসের এক তদন্ত অনুযায়ী নয় মাসের ঐ লড়াইয়ে প্রায় ১০,০০ বেসামরিক লোক নিহত হয়, যার এক তৃতীয়াংশ নিহত হন জোটের বোমা বর্ষণে।

ইসরাইলি বিমান বাহিনীর এফ১৫ জঙ্গি বিমানঃ ধারনা করা হয় আমেরিকার তৈরি এ'ধরনের অস্ত্র গাজায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ফাইল ফটো।

ইসরাইলি বিমান বাহিনীর এফ১৫ জঙ্গি বিমানঃ ধারনা করা হয় আমেরিকার তৈরি এ'ধরনের অস্ত্র গাজায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ফাইল ফটো।

ইরাকে আইএসকে পরাস্ত করতে ২০১৪ˉ২০১৭ সালের আক্রমণ অভিযানে জোট গোটা দেশ জুড়ে প্রায় ১৫,০০০বার আঘাত হানে। এ কথা জানিয়েছে লন্ডন ভিত্তিক নিরপেক্ষ গোষ্ঠী এয়ারওয়ার্স যারা সাম্প্রতিক সংঘাতের রেকর্ড রাখে।

সেই তুলনায় গত সপ্তাহে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর নিজস্ব ভাষ্যে বলা হয়েছে গাজায় তারা ২২,০০০ বার আঘাত হেনেছে।

কী ধরণের বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে ?

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী কি ধরণের বোমা ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু জানায়নি। তারা বলছে এই আক্রমণগুলি যাতে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলে সে জন্য প্রত্যেকবার তা আইনি উপদেষ্টাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়।

সেনাবাহিনীর প্রধান মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, আমরা প্রতিটি লক্ষ্যবস্তুর জন্য সঠিক অস্ত্র ব্যবহার করছি যাতে কোন রকম অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি না হয়।

অস্ত্র বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট স্থানে বিস্ফোরকের ভগ্নাংশ, সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত স্যাটেলাইটের ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন। তারা বলছেন বিমান যুদ্ধের কেবল সামান্যটাই এতে দেখা যাচ্ছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনীর এক এফ১৫ থেকে দুটি জেডিএএম বোমা ফেলা হচ্ছে। ইসরাইল গাজায় আমেরিকার তৈরি জেডিএএম বোমা ব্যবহার করছে বলে ধারনা করা হয়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনীর এক এফ১৫ থেকে দুটি জেডিএএম বোমা ফেলা হচ্ছে। ইসরাইল গাজায় আমেরিকার তৈরি জেডিএএম বোমা ব্যবহার করছে বলে ধারনা করা হয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অস্ত্র তদন্তকারী ব্রায়ান কাস্টনারের মতে এখন পর্যন্ত আমেরিকায় তৈরি জয়েন্ট ডিরেক্ট অ্যাটাক মিউনিশান (জেডিএএম) বোমা এবং ছোটমাপের কিছু বোমার ভগ্নাংশ গাজায় পাওয়া গেছে। জেডিএএম বোমাগুলির মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে সক্ষম ১,০০০ ও ২,০০০ পাউন্ডের বাংকার বাস্টার।

পেন্টাগনের একজন প্রাক্তন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক তদন্তকারী মার্ক গ্যারলাস্কো বলেন, এই বোমা মাটিকে তরল পদার্থে পরিণত করে। গোটা ভবনকে প্যানকেকের মতো চ্যাপ্টা করে ফেলে।

তিনি বলেন খোলা জায়গায় ২০০০ পাউন্ড ওজনের বোমা বিস্ফোরণের অর্থ হচ্ছে ১০০ ফুটের মধ্যে এর কারও তাৎক্ষণিক মৃত্যু। ঐ বোমার প্রাণনাশী ভ্গ্নাংশগুলি ১২০০ ফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ৩১ অক্টোবর শহরের ভেতরে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ২,০০০ পাউন্ড ওজনের একটি বোমার আঘাতে ১০০ জনেরো বেশি প্রাণ হারান।

বিশেষজ্ঞরা ২০০০ পাউন্ড ওজনের স্পাইস বোমার ভগ্নাংশ চিহ্নিত করেছেন। এতে জিপিএসও লাগানো থাকে যাতে সঠিক জায়গায় আঘাত হানতে পারে। ক্যাস্টনার বলেন এই বোমাগুলি উৎপাদন করে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বিভাগের বিশাল কোম্পানি রাফায়েল তবে নিউ ইয়র্ক টাইমস সম্প্রতি পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতিতে দেখেছে এর কিছু প্রযুক্তি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি করা হয়েছে।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনী নিশানাবিহীন ডাম্ব বোমাও ফেলছে। অনেক বিশেষজ্ঞ সামাজিক মাধ্যমে ইসরাইলি বিমান বাহিনীর পোস্ট করা দু'টি ছবি সম্পর্কে বলছেন এতে দেখা যাচ্ছে জঙ্গি জেট বিমানগুলিতে নিশানাবিহীন বোমা রয়েছে।

TOPSHOT In this picture taken during a media tour organized by the Israeli military on December 15, 2023, an Israeli soldier exits a tunnel that Hamas reportedly used to attack Israel through the Erez border crossing on October 7.

গাজার এক সুরঙ্গ, যেখান থেকে হামাস যোদ্ধারা ৭ অক্টোবর ইসরাইল আক্রমণ করেছিল। ইসরাইলি বাহিনীর তদারকিতে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ সাংবাদিকদের সুরঙ্গ দেখানো হয়।

এই কৌশল কি কাজ করছে ?

ইসরাইল বলছে তাদের দুটি উদ্দেশ্য আছে ঃহামাসকে ধ্বংস করা এবং তাদের কাছে এখনও আটক ১২৯ জন জিম্মিকে উদ্ধার করা।

এই যুদ্ধের ১১ সপ্তাহ হয়ে গেল, ইসরাইল বলছে তারা হামাসের বহু জায়গা এবং শত শত সুড়ঙ্গ পথ ধ্বংস করেছে এবং আনুমানিক ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ হামাস যোদ্ধাদের মধ্য থেকে ৭,০০০ জনকে হত্যা করেছে। ইসরাইলি নেতারা বলছেন প্রচন্ড সামরিক চাপই হচ্ছে আরও জিম্মি মুক্তির একমাত্র উপায়।

তবে জিম্মিদের কোন কোন পরিবার এ নিয়ে উদ্বিগ্ন যে বোমা বর্ষণের কারণে তাদের প্রিয়জনেরা বিপদে পড়তে পারেন।

গত মাসে এক সপ্তাহব্যাপী অস্ত্র বিরতির সময়ে মুক্তি পাওয়া বন্দিরা বলছেন যে তাদের যারা আটক করেছিল তারা ইসরাইলের বোমা বর্ষণ এড়ানোর জন্য তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিতো।

হামাস দাবি করছে যে বহু জিম্মি ইসরাইলি বোমার আঘাতেই নিহত হয়েছে, যদিও এই দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়নি।

জেরুজালেম ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি এন্ড সিকিউরিটি নামের একটি চিন্তক গোষ্ঠীর প্রধান এফরাইম এনবার বলেন, ধ্বংসের পরিমাণ এত বেশি কারণ হামাস অসামরিক জনগণের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন যে অগ্রসরমান ইসরাইলি স্থলবাহিনীকে কোন রকম আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য হামাসের সুড়ঙ্গগুলির উপরে প্রচন্ড বোমা বর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।